পূজারী

২০ ও ২১ আশ্বিন, ১৪০৭

অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া

Shree Durga Puja

শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা

October 7 & 8, 2000

Atlanta, Georgia

Pujari

চণ্ডীতে মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাবের বর্ণনা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

মহিষাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতারা ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করে বিষ্ণু আর
মহেশ্বরের কাছে নিজেদের দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করলে
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ২য় অধ্যায়, ১০-৩২ অবলম্বনে)

ক্রোধাবিষ্ট বিষ্ণু আর ব্রহ্মা ও শিবের
বদন হতে সে ক্রোধ হল নিস্ক্রামিত
মহাতেজরূপে, দেখি তাহা দেবেন্দ্রের,
অন্যান্য দেবতাদের দেহ বিকম্পিত।

কম্পমান সব দেবদেহ হতে ক্রমে
বহির্গত হল আরো বহু তেজোরাশি,
সম্মিলিত হয়ে তাহা সেই দেবাশ্রমে
চমকিত করে সবে গগন উদ্ভাসি।

সর্বদেবদেহজাত সে তেজ বিস্তৃত
হল দিকে ও দিগন্তে, দেখে সুরগন
অতুল সে জ্যোতিপুঞ্জ হইয়া সংহৃত
জ্বলন্ত পর্বতরূপ করেছে ধারন।

সম্মিলিত দেবশক্তি হল ঘনীভূত
আরো, অতঃপর ব্যপ্ত করি ত্রিভুবন
স্বদ্যুতিতে, দেবগনে করি অভিভূত
অপরূপা নারী এক দিল দরশন।

শম্ভুর তেজেতে সৃষ্ট দেবীর বদন
কেশ সৃষ্ট যমতেজে, ভ্রুদ্বয় সন্ধ্যার,
দন্ত প্রজাপতি তেজে, অনিল শ্রবন,
দেহমধ্য ইন্দ্র, আর চরন ব্রহ্মার।

করাঙ্গুলি বসুতেজে, পদাঙ্গুলি রবি,
বিষ্ণুতেজে বাহু আর চন্দ্রতেজে স্তন,
জঙ্ঘা উরু বরুনের, নিতম্ব পৃথিবী,
কুবের নাসিকা আর অগ্নি ত্রিনয়ন।

অন্য অন্য দেবতার তেজেতে শিবার
অন্য অন্য অংশ সৃষ্ট হয়ে করে পূর্ন
দেবীদেহ, সেই দৃশ্যে আনন্দ সবার,
মহিষাসুরের ঘোর দর্প হবে চূর্ন।

দেবীকে পিনাকপানি দিল উপহার
শূল হতে শূলান্তর করিয়া সৃজন,
চক্রধারী চক্র দিল চক্র হতে আর
বরুন শঙ্খ ও পাশ, শক্তি হুতাশন।

মরুৎ ধনুক দিল আরো দিল আনি
বানপূর্ন দুই তূন সুবিশাল অতি,
দণ্ড হতে দণ্ডান্তর দিল দণ্ডপানি
অক্ষমালা কমণ্ডলু ব্রহ্মা প্রজাপতি।

ঐরাবতগজকণ্ঠ হতে ঘণ্টা আর
বজ্র হতে বজ্রান্তর করি আকর্ষন,
ভক্তিনম্রচিত্তে আনি দিল উপহার
অমরাধিপতি ইন্দ্র সহস্রলোচন।

সর্বরোমকূপে রশ্মি দিল দিবাকর,
খড়্গ ও নির্মল চর্ম আনি দিল কাল,
মনোরম হার দুই অজর অম্বর,
ক্ষীরোদসমুদ্র দানে হইল উত্তাল।

দিল দিব্য চূড়ামনি অঙ্গদ কুণ্ডল,
শুভ্র অর্ধচন্দ্র আর বাহুর কেয়ুর,
সর্ব অঙ্গুলির অঙ্গুরীয়ক উজ্জ্বল,
অনুপম গ্রীবাবন্ধ, দুইটি নূপুর।

বিশ্বকর্মা দিল অতি নির্মল কুঠার,
নানা অস্ত্র আর বর্ম উজ্জ্বল অভেদ্য,
অম্লান পঙ্কজ দিয়ে শির বক্ষ হার,
জলধির দান আরো এক মহাপদ্ম।

সিংহবাহিনীকে সিংহ দিল হিমগিরি,
দিল আরো নানাবিধ মনি আর রত্ন,
ধনপতি দিল এক পাত্র সুরা ভরি,
আশ্চর্য্য সে পানপাত্র নাহি হয় শূন্য।

সর্বনাগাধিপ যেই মহাবীর্য্যবান
বহিছে আপন শিরে পৃথিবীর ভার,
করিল সে শেষনাগ দেবীকে প্রদান
মহামনিবিভূষিত এক নাগহার।

অবশিষ্ট সুরগন আনি দিল বহু
দিব্য অস্ত্রশস্ত্র আর বসনভূষন,
সম্মানিতা দেবী অট্টহাসে মুহুর্মুহু,
সেই তীক্ষ্ন উচ্চনাদে ভরিল গগন।

2000 DURGA PUJA PROGRAM
অনুষ্ঠান সূচি

Saturday, October 7, 2000		**২০শে আশ্বিন, ১৪০৭, শনিবার**	
Puja	10 am	পূজা	বেলা দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	পসাদ	বেলা একটা
Entertainment	4:30 pm	বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল সাড়ে চারটে
Arati	6 pm	সন্ধ্যারতি	সন্ধ্যা ছ'টা
Bengali Play	7 pm	বাংলা নাটক	সন্ধ্যা সাতটা
Prosad	8:30 pm	পসাদ	রাত্রি সাড়ে আটটা
Sunday, October 8, 2000		**২১শে আশ্বিন, ১৪০৭, রবিবার**	
Puja	10:30 am	পূজা	বেলা সাড়ে দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	পসাদ	বেলা একটা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজারীর দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে যারা অর্থ, শ্রম ও উৎসাহদান করে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাই।

Acknowledgment

Our heartfelt thanks and best wishes to all who have cooperated with Pujari in this celebration of the Durgapuja festival with donations, labor and encouragement.

Pujari

4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360
tel: (770) 451-8587

Contents

Samar Mitra	ধর্ম ও ধর্মপুত্র	4
Rekha Mitra	স্থানকালভেদে আমার মন	8
Meera Ghosal	হীরের হার	10
Susmita Mahalanabis	আত্মকথা	11
Sandi Mitra	Drawing	13
Samar Mitra	ইশোবাস্যং	14
Shyamoli Das	চিন্ময়ী	16
Kanai Ghosh	The Traveler's Yoga of Ascent	18
Reshma Gupta	Believe it or not!	20
	Mother as I see	21
Sampriti De	Nature	21
Amitava Sen	Surojitda	22
Marjorie Sen	Drawing	23
Priyanka Mahalanabis	Drawing	24
Pujari Directory 2000		

PUJARI
ATLANTA. GA

STATEMENT OF ACCOUNTS

1999 DURGA PUJA & LAKSHMI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
BALANCE FROM 1999 SARASWATI PUJA	$ 3,185.14	ICRC HALL RENTAL	$ 1,670 00
DONATIONS (1999 DURGA PUJA)	$ 5,362.68	HIRED HELP	$ 241 43
		U-HAUL RENTAL	$ 117 72
		BROCHURE & STAMP	$ 276 64
		TENT RENTAL	$ 183 75
		DECORATION/PROGRAM	$ 193 51
		PRASAD & FOOD	$ 2,196 00
TOTAL RECEIPTS	$ 8,547.82	MISCELLANEOUS	$ 92 80
LESS EXPENSES	$ 4,971.85		
BALANCE	**$ 3,575.97**	TOTAL EXPENSES	**$ 4,971.85**

2000 SARASWATI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
BALANCE FROM 1999 DURGA PUJA	$ 3,575.97	ICRC HALL RENTAL	$ 800 00
DONATIONS (2000 SARASWATI PUJA)	$ 1,466.50	IACA ANUAL DONATION	$ 150 00
		HIRED HELP	$ 169 95
		DECORATION/PROGRAM	$ 106 52
		SARIS FOR PROTIMAS	$ 30 00
		PRASAD & FOOD	$ 831 18
		TENT RENTAL	$ 183 75
TOTAL RECEIPTS	$ 5,042.47	MISCELLANEOUS	$ 25 00
LESS EXPENSES	$ 2,296.40		
BALANCE	**$ 2,746.07**	TOTAL EXPENSES	**$ 2,296.40**

ধর্ম ও ধর্মপুত্র

সমর মিত্র

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কপট পাশাখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে চার ভাই ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর তাঁদের সহধর্মিণী দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসী হয়েছেন। কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজের ঔরসে জন্ম হলেও পিতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি তখনো। তবে অলক্ষ্যে থেকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতিগতি আর ক্রিয়াকলাপের সব খবরই রাখতেন। ধর্মের অনুশাসন থেকে যুধিষ্ঠির কখনো বিচ্যুত হবেন না সকলের এই বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কতখানি দৃঢ় এই বনবাসের মত দুঃসময়ে সেটা পরীক্ষা করার বাসনা হল ধর্মরাজের।

হরিণের রূপ ধরে অরণ্যবাসী এক ব্রাহ্মণের আগুন জ্বালানোর অরণিকাষ্ঠদুটি শিংয়ে আটকে পালালেন তিনি একদিন। বিশেষ ধরনের এই কাঠের একটা দিয়ে আর একটাকে ঘষলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। শুকনো ঘাসে সেই স্ফুলিঙ্গ ফেলে সেকালে আগুন জ্বালানো হত। বেশ আয়াসসাধ্য ছিল ব্যাপারটা। সেই কাঠও সহজলভ্য ছিল না। ব্রাহ্মণ তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর মনে হল এই বনে তো রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে এক রাজা বাস করছেন। রাজ্যভ্রষ্ট হলেও প্রজাকে বিপন্মুক্ত করার দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণ তাই যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হলেন। পাঁচ ভাই মিলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটলেন দেরি না করে। কিন্তু কোথায় হরিণ, বহুদূর ছোটাছুটি করাই সার হল তাঁদের। ক্লান্ত আর পিপাসার্ত হয়ে জলের সন্ধান করার জন্যে পাণ্ডবদের চতুর্থ ভাই ও কুন্তীর সতীন মাদ্রীর বড়ো ছেলে নকুল একটা গাছে উঠে দেখতে পেলেন যে বেশ খানিকটা দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ছে, নীচে নামছে আবার ডানা মেলে ওপরে উঠে আসছে। পাখীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে নকুল বুঝলেন যে ঐখানে নিশ্চয়ই কোন জলাশয় আছে। নীচে এসে ভাইদের সেই কথা বলতে যুধিষ্ঠির তাঁকে তাঁর মাথার তূণগুলো ভরে সেখান থেকে জল নিয়ে আসতে বললেন।

কালবিলম্ব না করে নকুল তূণগুলো নিয়ে সেই দিকে ছুটলেন। নানারকম পাখীর কলরবে মুখরিত বিরাট একটা দীঘির ধারে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জলে নামলেন তিনি। চোখেমুখে জল দিতে যাবেন এমন সময় তাঁর কানে এল কে যেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছে, পাণ্ডুপুত্র, এই দীঘি আমার অধিকারে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তারপরে জলপান করতে পার, আগে নয়। তবে তুমি যদি আমার কথা না শুনে জলপান কর তাহলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে তোমার । নকুল এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মুখে ঠেকানোর সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যুকবলিত হলেন তিনি।

এদিকে নকুলের ফিরতে দেরি দেখে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হয়ে তাঁর পরের ভাই মাদ্রীর ছোট ছেলে সহদেবকে নকুলের সন্ধানের জন্যে পাঠালেন। যথাস্থানে পৌঁছে সহদেব জলের ধারে নকুলের মৃতদেহ দেখে শোকগ্রস্ত হলেন কিন্তু পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাওয়ায় সেই দীঘিতে নামামাত্র আগের মত অদৃশ্যকণ্ঠ থেকে সাবধানবাণী শুনতে পেলেন। নকুলের মত তিনিও সেই নির্দেশ উপেক্ষা করার ফলে মুখে জল ঠেকানোমাত্র প্রাণ হারালেন। এর পরে অর্জুন আর ভীমেরও ঐ একই গতি হল।

সকলের শেষে এলেন যুধিষ্ঠির। মহাবীর ভাইদের মৃতদেহ দেখে শোকে অভিভূত হয়ে কেঁদেকেঁদে বিলাপ করতে লাগলেন তিনি। কিছুপরে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে তাঁর ভাইদের শরীরে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, কাছাকাছি কারও পায়ের চিহ্নও দেখা যাচ্ছেনা, ভাইদের কেউই কোন অস্ত্র ব্যবহার করেননি। তিনি ভাবলেন শত্রুপক্ষের কেউ হয়তো জলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকবে অথবা কোন ভূত ভাইদের মেরে ফেলে থাকবে। যাই হোক প্রথমে জল পরীক্ষা করে দেখা যাক ভেবে তিনি যেই জলে নামলেন অমনি অন্তরীক্ষ থেকে শুনতে পেলেন, রাজপুত্র আমি শ্যাওলা আর মাংসভোজী বক, আমিই তোমার ভাইদের যমালয়ে পাঠিয়েছি। এই জলাশয় আমার অধিকারে। ভাইদের মত তুমিও যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপানের চেষ্টা কর তাহলে তোমারও ঐ অবস্থা হবে ।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমার এই মহাবীর ভাইদের হত্যা করা সামান্য পাখীর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে ? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্গণের অধিপতি ? আপনার কি অভিলাষ জানিনা কিন্তু জানার জন্যে আমি কৌতূহলী হয়েছি । উত্তর শুনলেন যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হোক, আমি যক্ষ, তোমার মহাবলী ভাইদের আমিই হত্যা করেছি । যুধিষ্ঠির বললেন, হে যক্ষ, তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করার কোন অভিলাষ নেই আমার, তবে তোমার জিজ্ঞাস্য কি আছে বল, আমি যথাসাধ্য তার উত্তর দেবার চেষ্টা করব ।

যক্ষরূপী ধর্মরাজ পরপর একশোটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রতিটি প্রশ্ন আবার ছোটছোট কয়েকটি প্রশ্নের সমষ্টি। বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠির সবকটিরই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল -

যক্ষ - কে নিদ্রিত হলে চোখ বোঁজে না, জন্মের পর কে স্পন্দিত হয় না, কার হৃদয় নেই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয় ?
যুধিষ্ঠির - এরা হল যথাক্রমে মাছ, ডিম, পাষান আর নদী।
যক্ষ - প্রবাসীর মিত্র কে, গৃহবাসীর মিত্র কে, আতুরের মিত্র কে আর মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে ?
যুধিষ্ঠির - প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর স্ত্রী, আতুরের চিকিৎসক আর মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।

যক্ষ - কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান, লোকপূজিত ও সর্বপ্রানীর সম্মত হয়ে জীবন থাকতেও জীবিত নয় ?
যুধিষ্ঠির - যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, এদের জন্যে সেবা ও অর্চনা না করে সেই ব্যক্তিই জীবন থাকতেও জীবিত নয়।

যক্ষ - পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে, আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর কে, বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্রগামী কে, আর কাহার সংখ্যা তৃন অপেক্ষাও বহুতর ?
যুধিষ্ঠির - মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী আর চিন্তা তৃন অপেক্ষা বহুতর।

যক্ষ - প্রধান ধর্ম কি, কোন ধর্ম সর্বদা ফলবান, কাকে সংযত করলে শোক থাকেনা এবং কার সঙ্গে সন্ধি করলে তা ভাঙেনা ?
যুধিষ্ঠির - অহিংসা প্রধান ধর্ম, বৈদিক ধর্ম সর্বদা ফলবান, মনকে সংযত করলে শোক থাকেনা এবং সাধুর সঙ্গে সন্ধি করলে তা ভাঙেনা।

যক্ষ - কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করলে শোক হয়না, কি ত্যাগ করলে অর্থবান হয় এবং কি ত্যাগ করলে সুখী হয় ?
যুধিষ্ঠির - অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক থাকেনা, কামনা ত্যাগ করলে অর্থবান হয়, এবং লোভ ত্যাগ করলেই সুখী হয়।

যক্ষ - তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষন কি ?
যুধিষ্ঠির - স্বধর্মের অনুবর্তী থাকাই তপ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা আর অকার্য্য থেকে নিবৃত্তিই লজ্জা।

যক্ষ - জ্ঞান, শম, দয়া আর আর্জব বলতে কি বোঝায় ?
যুধিষ্ঠির - তত্ত্বের অর্থ উপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখকামনা করাই দয়া আর সমচিত্ততাই আর্জব।

যক্ষ - পুরুষের কোন শত্রু দুর্জয়, কোন ব্যাধি অনন্ত, কোন ধরনের লোক সাধু আর কোন ধরনের লোক অসাধু ?
যুধিষ্ঠির - ক্রোধ দুর্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রানীর হিতকারী ব্যক্তি সাধু আর নির্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

যক্ষ - মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষন কি ?
যুধিষ্ঠির - ধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।

যক্ষ - ঋষিরা স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষন বর্ননা করেছেন ?
যুধিষ্ঠির - স্বধর্মে স্থিরতাই স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান এবং প্রানিগনকে রক্ষা করাই দান, ঋষিরা এই রকম বলেছেন।

যক্ষ - পন্ডিত কে, নাস্তিক কে, মূর্খ কে, কাম কি এবং মৎসরই বা কি ?
যুধিষ্ঠির - ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি পন্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসারহেতুই কাম আর হৃদয়ের তাপই মৎসর।

যক্ষ - কুল, বৃত্তি, স্বাধ্যায় এবং শ্রুত এদের মধ্যে কোনটি ব্রাহ্মনত্বের কারন ?
যুধিষ্ঠির - কুল, স্বাধ্যায় বা শ্রুত দিয়ে ব্রাহ্মনত্ব লাভ হয় না, কেবল একমাত্র বৃত্তিই ব্রাহ্মনত্বের কারন। কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও শাস্ত্রচিন্তা দ্বারা নয়, সেই সঙ্গে ক্রিয়াবান ও যোগনিষ্ঠ হওয়া চাই। তাই চতুর্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হলে ব্রাহ্মন বলে গন্য হবেন না।

যক্ষ - প্রিয়বাক্যদ্বারা কি লাভ হয়, বিবেচনার সঙ্গে কাজ করলে কি লাভ হয়, বহুমিত্র হলে কি লাভ হয় এবং ধর্মে অনুরক্ত থাকলেই বা কি লাভ হয় ?

যুধিষ্ঠির - প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হন, বিবেচনাকারী ব্যক্তির অধিকতর জয়লাভ হয়, বহুমিত্রশালী সুখে বাস করেন, এবং ধর্মানুগত ব্যক্তির সদ্গতি লাভ হয়।

যক্ষ - সুখী কে, আশ্চর্য্য কি, পথ এবং বার্তাই বা কি ?

যুধিষ্ঠির - যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হয়ে দিনের পঞ্চমভাগে নিজের ঘরে কেবল শাকাহারী হয়েও জীবনধারন করেন তিনিই সুখী।

প্রানীদের প্রতিদিন মৃত্যু দেখেও জীবিতরা চিরদিন বাঁচব ভাবে, এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ?

বেদ পুরানাদি নানারকমের, মুনিরাও সবাই সব বিষয়ে একমত নন, তাঁদের ভিন্নভিন্ন মত পোষন করতে দেখা যায়, অতএব মহাজন যে পথে গমন করেন সাধারনের পক্ষে সেই পথই পথ।

কাল, সূর্য্যরূপ আগুনে দিন আর রাতকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে, মহামোহরূপ কড়ায় মাস আর ঋতুরূপ হাতা দিয়ে প্রানীদের যে পাক করে চলেছেন এই হল বার্তা।

যক্ষ - পুরুষ কে আর কেই বা সর্বধনেশ্বর ?

যুধিষ্ঠির - পূন্যকর্মের ফলে মানুষের নাম স্বর্গ স্পর্শ করে ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যতদিন থাকে ততদিন সেই পূন্যকর্মা ব্যাক্তি পুরুষ বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। আর যে ব্যাক্তি অতীত বা অনাগত সুখদুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।

যক্ষরূপী ধর্মরাজের এটাই ছিল শেষ প্রশ্ন। যুধিষ্ঠির সবকটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছেন স্বীকার করে যক্ষ বললেন, ' তুমি ইচ্ছেমত যে কোন একজন ভাইয়ের জীবন প্রার্থনা করতে পার '। যুধিষ্ঠির বললেন, ' আমি মহাবাহু নকুলের জীবন ভিক্ষা চাইছি '। তা শুনে যক্ষ বললেন, ' যুধিষ্ঠির, তুমি অযুত হস্তীর সমবল ভীম কিংবা সমস্ত পাণ্ডবদের একমাত্র আশ্রয় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ত্যাগ করে কি কারনে বিমাতাপুত্র নকুলের প্রানভিক্ষা করছ ' ? উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, ' ধর্মকে বিনষ্ট করলে ধর্মও আমাদের বিনষ্ট করবেন, তেমনি তাঁকে রক্ষা করলে তিনিও আমাদের রক্ষা করবেন, তাই আমি কখনো ধর্ম পরিত্যাগ করব না এবং তিনিও যেন আমাকে কখনো পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ, আনৃশংস্যই পরম ধর্ম, আমি সতত আনৃশংস্য অবলম্বন করতে অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্মশীল বলে জানেন, অতএব আমি কোনক্রমেই স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে পারিনা। কুন্তী আর মাদ্রী আমার জননী। তাঁরা দুজনেই পুত্রবতী হয়ে থাকুন আমি এই কামনা করি। আমার কাছে উভয়েই সমান, অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করে দুজনকেই পুত্রবতী করুন '।

তখন যক্ষ বললেন, ' হে রাজন, আপনি যথার্থই অর্থতঃ ও কামতঃ আনৃশংস্যপরায়ন, সেকারনে আপনার সকল ভাইরাই পুনর্জীবিত হোক '। যক্ষের কথা শেষ হওয়ামাত্র পাণ্ডবরা সকলে উঠে বসলেন। তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণাও দূর হল। যুধিষ্ঠির দেখলেন যক্ষ একপায়ে দীঘির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, ' মহাশয়, আপনি কে ? আপনাকে দেখে যক্ষ বলে মনে হয়না। আপনি বসু রুদ্র বা দেবরাজ এঁদের মধ্যে কেউ হবেন তা না হলে এরকম ব্যাপার ঘটত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা কেউ নেই যে আমার এই মহাবীর ভাইদের নিপাতিত করতে পারে। তার ওপর এঁরা যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে জেগে উঠেছেন আর এঁদের ইন্দ্রিয়সকল যেরকম অবিকৃত রয়েছে তাতে মনে হয় আপনি আমাদের সুহৃৎ কিংবা পিতা হবেন '।

যক্ষ তাই শুনে বললেন, ' বৎস, আমি প্রকৃতই তোমার পিতা ধর্ম, তোমাকে দেখার জন্যেই এখানে এসেছি। তুমি আমার প্রীতিভাজন, তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমার এখানে আসা। দেখলাম তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য জয় করেছ। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি বর গ্রহন কর।

যুধিষ্ঠির তখন বললেন যে ব্রাহ্মনের আগুন জ্বালানোর অরনি কাঠদুটি অপহৃত হয়েছে সেদুটি ফিরে পাবার ব্যবস্থা করুন। ধর্ম বললেন, ' আমিই তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যে হরিন সেজে সেদুটি অপহরন করেছি, তোমাকে এখন ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর '। তাতে যুধিষ্ঠির বললেন, ' আমাদের বারো বছর বনবাস করা হয়ে গেছে, এখন এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে, সেই এক বছর কেউ যেন আমাদের পরিচয় জানতে না পারে এই বর দিন '। ধর্মরাজ বললেন, ' বৎস, তোমরা ছদ্মবেশ ধারন না করেও যদি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও তাহলেও কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না। তোমরা আগামী বছর বিরাটনগরে বাস কর। তোমাদের মধ্যে যে যে রূপ ধারন করতে ইচ্ছে করবে তার সেই রূপই হবে। কিন্তু আমি তোমাকে বরদান করে তৃপ্ত হচ্ছি না, তুমি আরো একটি বর প্রার্থনা কর '।

তাতে যুধিষ্ঠির বললেন, ' হে দেবদেব, আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দর্শন করছি, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে যে বর দেবেন আমি তাই আনন্দের সঙ্গে গ্রহন করব। তবু বলছি হে পিতা, আমি যেন কখনো লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত না হই '। তা শুনে ধর্মরাজ বললেন, ' তুমি স্বভাবতঃই ঐ সমস্ত সদ্‌গুনে বিভূষিত আছ, এখন ঐ সমস্ত ধর্মভূষনে আরো শোভমান হবে। এই বলে ধর্মরাজ সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

এর অনেক পরে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করে আরো দুবার দর্শন দিয়েছিলেন ধর্মরাজ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করে ছত্রিশ বছর রাজকর্তব্য সম্পাদন করার পর শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার সংবাদ পেয়ে পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। সেই যাত্রায় একটি কুকুর তাদের সঙ্গী হয়েছিল। এক এক করে দ্রৌপদী থেকে সুরু করে চার ভাইয়ের দেহপাত হলে সেই কুকুরটির সঙ্গে আরো কিছুদূর চলার পরে স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে নরদেহে রথে উঠে তাঁর সঙ্গে স্বর্গে যেতে বললেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আর ভাইদের বাদ দিয়ে একলা স্বর্গে যেতে আপত্তি করায় দেবরাজ বললেন যে দেহত্যাগ করে তাঁরা আগেই স্বর্গে পৌঁছে গেছেন আর তাঁরা সবাই যুধিষ্ঠিরের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছেন। তখন তিনি সঙ্গী কুকুরটাকে নিয়ে যেতে চাইলে দেবরাজ বললেন যে কুকুরের মত নিকৃষ্ট জীবের স্বর্গে যাবার অধিকার নেই। যুধিষ্ঠির তখন বললেন, ' স্বর্গীয় সম্পত্তির জন্যে আমাকে যদি এই পরমভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে আমার সে সম্পদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার মত পাপে লিপ্ত হতে হয়। ভীত, ভক্ত, আশ্রয়হীন, ক্ষীন ও শরনাগতদের আমি প্রানপনে রক্ষা করে থাকি '। ঐ কথা শুনে কুকুররূপী ধর্মরাজ স্বরূপ ধারন করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ' বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যে কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে এসেছিলাম। বুঝতে পারলাম যে তুমি নিতান্ত ধর্মপরায়ন, বুদ্ধিমান ও সর্বভূতে দয়াশীল। এর আগে দ্বৈতবনে তোমাকে একবার পরীক্ষা করেছিলাম, সেখানে তুমি ভীমার্জুনের বদলে বিমাতা মাদ্রীকে স্মরন করে নকুলের জীবন প্রার্থনা করেছিলে। এখন তুমি কুকুরকে আশ্রিত বিবেচনা করে স্বর্গও পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছ। এই দুটি দৃষ্টান্ত দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তোমার মত ধর্মপরায়ন স্বর্গলোকেও কেউ নেই, তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহন করে অক্ষয়লোক লাভ করবে '।

যুধিষ্ঠির তখন দেবরাজ ধর্মরাজ ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সেই দেবরথে উঠলেন। স্বর্গে পৌঁছে প্রথমেই দেখতে পেলেন যার দৌরাত্মের জন্যে পান্ডবদের জীবনে দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না সেই দুর্যোধন স্বর্গে আসর জমিয়ে পরমানন্দে বসে আছেন অথচ তাঁর ভাই, স্বজন ও বান্ধবদের কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। তিনি তাঁদের সন্ধান কি করে পাবেন জানতে চাইলে দেবরাজ একজন দেবদূতকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে আরো বললেন যে যুধিষ্ঠির অবসন্ন বোধ করলে তাঁকে যেন দেবদূত সঙ্গেসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। দেবদূত যে পথ দিয়ে চললেন সে পথ অতি দুর্গম ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, রক্ত মাংস মৃতদেহ অস্থি কৃমি কীটে পরিপূর্ন। ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ, মেদ ও রুধিরলিপ্ত প্রেতেরা সেখানকার বাসিন্দা। শবদুর্গন্ধযুক্ত সেই নরকে পাপাত্মাদের যন্ত্রনায় বিচলিত হয়ে যুধিষ্ঠির দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন এ পথে আর কতদূর তাঁকে যেতে হবে। আরো কতদূরে গেলে তিনি প্রিয়জনদের দেখতে পাবেন। দেবদূত তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে চতুর্দিক থেকে যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে করুনবাক্য উচ্চারিত হল - ' হে ধর্মনন্দন, আপনি আমাদের পরে অনুগ্রহ করে কিছুকাল এখানে থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধি পূন্যবাতাস প্রবাহিত হওয়ায় আমরা সুখী হয়েছি, আমাদের যন্ত্রনা দূর হয়েছে '। যুধিষ্ঠির তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে ' আমি ভীম, আমি সহদেব, আমি দ্রৌপদী, আমি কর্ন ... ' এই সব শুনতে পেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ' ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা, এই পূন্যাত্মারা এমন কি দুষ্কর্ম করেছেন যে এঁদের এই পূতিগন্ধময় নরক আর দুরাত্মা দুর্যোধনের অনুচরসহ স্বর্গলাভ হল। দেবদূত, তোমাকে যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁদের গিয়ে বল যে আমি আর ফিরে যাবনা, আমার দুঃখী প্রিয়জনদের সঙ্গে আমি এখানেই থাকব '।

দেবদূত ফিরে গিয়ে দেবরাজদের সে কথা বলতে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। নরকও সেখান থেকে অদৃশ্য হল। দেবরাজ বললেন যে যুধিষ্ঠির প্রতারনা করে দ্রোনাচার্যকে অশ্বত্থামার মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন বলে তাঁর এই নরকদর্শন হল, এখন তাঁর অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে। ভগবান ধর্ম বললেন, ' বৎস, আমি তোমাকে আগে একবার বকরূপে আর একবার কুকুররূপে পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধি বিচালিত করতে পারিনি। এবারেও দেখলাম যে তুমি স্বজনদের ত্যাগ করে স্বর্গভোগও করতে চাওনা, তাদের সঙ্গে নরকবাস করতেও তুমি প্রস্তুত। আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম যে তোমার মত বিশুদ্ধস্বভাব অতি বিরল। তোমার প্রিয়জনদের স্বর্গলাভ হয়েছে, তুমি এই মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হও '।

ধর্মরাজের নির্দেশ অনুযায়ী সেই জলে স্নান করামাত্র নরদেহ তিরোহিত হয়ে দিব্যদেহ ধারন করলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর অন্তর হতে শোক ও বৈরভাবও দূরীভূত হল। তারপরে দেবতাদের সঙ্গে ঋষিদের স্তুতিবাদ শুনতে শুনতে যেখানে তাঁর স্বজনরা দুর্যোধনাদির সঙ্গে সুখে ক্রোধবিহীন হয়ে অবস্থান করছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

স্থানকালভেদে আমার মন

রেখা মিত্র

আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে কলকাতার কাছে ছোট্ট একটা গ্রামে। সেখানে সকলেই সকলের চেনা, একের ছেলেমেয়েরা সকলেরই ছেলেমেয়ে। আদর শাসন সকলের কাছ থেকেই আসতো।

আমার বাবা সেজোছেলে, একান্নবর্তী পরিবার। ছোটপিসিমা তাঁর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। অল্পবয়েসে বিধবা হন, দাদু ঠাকুমা তখন বেঁচে। ছোটমেয়েকে বাপের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসেন দাদু। ঠাকুমা চোখের জল ফেলে মেয়েকে বিধবার কঠোর নিয়মকানুন মানতে দিতেন, শুধু ধুতি পরতে দেননি। মেয়ে এলে নিজের সবুজপাড় শাড়ী পরতে দিয়ে বলেছিলেন, পাড়ছাড়া শাড়ী ও পরবে না। পাঁচজনে পাঁচকথা বললেও গায়ে মাখেননি। দাদু পিসিমাকে হাতখরচের জন্যে মাসেমাসে কিছু টাকা দিতেন সেটা পরে জ্যাঠা বাবা কাকারাও বজায় রেখেছিলেন। এসবই আমার শোনা কথা। তারপর জ্যাঠা, মেজোজ্যাঠা, বাবা কাকার বিয়ে হয়েছে, সকলের ছেলেমেয়ে হয়েছে, একসঙ্গে সবাই বড়ো হয়েছি।

জেঠিমারা, মা, কাকিমা সকলে পিসিমাকে ছোটদি বলতেন। ভাইরা তো বোনকে ভালোবাসবেই কিন্তু ভাইদের বৌরাও ওঁর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন, খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। বাড়ীর সব কাজেই ওঁর মতামত সবাই মেনে নিতেন। মাঝেমাঝে পিসিমাকে একলা কাঁদতে দেখতাম, ঐ বয়েসে বুঝতে পারতাম না উনি কেন কাঁদেন। সঙ্গী হারানোর কষ্ট কি তা বুঝতাম না।

আমার পিসতুতো আর জ্যাঠতুতো দুই দিদির বিয়ে হয় একই সময় একই পাড়ায় দুই বন্ধুর সঙ্গে। পিসতুতো দিদি রমা জ্যাঠতুতো দিদি গীতার চেয়ে দুবছরের বড়ো। রমা ও শিশিরের বিয়ের পর সাত বছরে তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, গীতা ও অমিয়র হয়নি। গীতা রোজ দুপুরে দিদির বাড়ী চলে আসে, দিদির ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে, ছেলেমেয়েরা মাসিকে মায়ের মতই ভালোবাসে। জামাইবাবুর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক। অমিয় অফিস থেকে ফেরার পথে বন্ধুর বাড়ী আসে, জলখাবার খায়, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে গীতাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। বেশ আনন্দে ওদের দিন কাটে।

সেবছর বৈশাখ মাসে খুব গরম পড়েছিল, সকলের প্রাণ আইঢাই। অমিয় সেদিন অফিস থেকে একটু জ্বর নিয়ে এল। শিশিরদের বাড়ী না বসে গীতাকে নিয়ে বাড়ী এসে শুয়ে পড়ল। রাতে কিছু খেলনা, সকাল থেকে জ্বর বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে পেটব্যথা। ডাক্তারবদ্যি কিছু করার আগেই তিনদিনের দিন সকলের মায়া কাটিয়ে অমিয় পরপারে পাড়ি দিল। গীতার অবস্থা পাগলের মত, কিছুতেই তাকে শান্ত করা যায়না। এই করে একমাস কাটল, শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল। রমা আর শিশির ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই এসে ওকে সঙ্গ আর সান্ত্বনা দিয়ে যায়। গীতা আর বাড়ীর বাইরে বেরোতে চায়না।

স বছর পুজোর সময় শিশিররা সকলে মিলে জোর করে গীতাকে নিয়ে কাশী ঘুরে এল। এরপর আস্তেআস্তে গীতা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। শাশুড়ী ওকে একরকম জোর করেই বিধবার নিয়মকানুন মানতে দেননি। বলেছেন, তুমি মেয়ের মত থাকবে, স্বামী নেই বলে শাখা সিন্দুর পরোনা কিন্তু সবকিছু খাবে আর রঙীন শাড়ী পরবে। অনেক কান্নাকাটি করে গীতা মেনে নিয়েছে শাশুড়ীমায়ের কথা। তিনি প্রায়ই গীতাকে রমার কাছে পাঠিয়ে দেন, কোন কোন দিন ও দিদির কাছে থেকেও যায়। তবে কখনো কখনো অন্তরালে রমা আর শিশিরের কথা শুনে গীতা যেন কেমন হয়ে যায়, ওর মনে হয় যে ওর তো বলার মত কোন কথা নেই, কথা বলার আর শোনার লোকও নেই। মনটা হুহু করে, স্বামীর আদর ভালোবাসার অভাব সেই সময়ে ওকে অস্থির করে তোলে তবে কাউকে কিছু বুঝতে দিতে চায়না। আমার তখনো বিয়ে হয়নি, বুঝিনি ওর ঐ নিঃসঙ্গতা কি কষ্টের।

গীতার স্বামী মারা যাবার বছর তিনেক বাদে রমাও চোখ বুজল। ছেলেমেয়ে তখন নয়, সাত আর পাঁচ বছরের। মাকে হারিয়ে দিশাহারা, তারা মাসিকে আঁকড়ে ধরল। মাসিকে বাড়ী যেতে দেবেনা, মাসির কাছেই শুধু খাবে, ঘুমোবে। বাড়ীতে শিশিরের মাও আছেন, বৌমা ছিল তাঁর চোখের মণি, কোন কিছুই বৌমা ছাড়া হতনা, এখন তিনি গীতার মধ্যে বৌমাকে পেতে চাইলেন। গীতার শাশুড়ীকে বললেন তোমার তো অন্য বৌরা আছে, গীতাকে আমার কাছে থাকতে দাও। গীতার কথা কেউ ভাবলনা, তাকে কেউ প্রশ্নও করলনা, তার স্বামী নেই তাই কেউই নেই। সকলের কথা মত শিশিরদের বাড়ীতে থাকতে লাগল, কিন্তু রমার স্থান কি পূরণ করা যায় ? আর শিশিরই বা কি করবে ? তার সঙ্গী যে চলে গেল, সেই শূন্যস্থানই বা কি করে পূরণ হবে। এরই মধ্যে দিন চলে যায়। যদিও গীতার নিজের বলতে কিছু নেই তা হলেও এখন বাজারহাটের ব্যবস্থা আর সংসারের অন্যান্য দায়দায়িত্ব সামলাতে তাকেই

জামাইবাবুর টাকা নাড়াচাড়া করতে হয়। ছেলেমেয়েরাও বড়ো হতে থাকে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও গীতা আর শিশিরের কথা হয়। সংসার দুজনেই করছে কিন্তু সমাজ মানবেনা যদি তারা স্বামীস্ত্রীর মত থাকতে চায়। একজন দশ বছর পরে স্ত্রী হারিয়ে আর একজন সাত বছর পরে স্বামী হারিয়ে যদি স্বামীস্ত্রীর মত থাকতে চায়, এখন ভাবি যে তাদের সে চাহিদা কি অসঙ্গত ? কিন্তু তখন একবারও আমার মনে সে প্রশ্ন আসেনি, জীবনের যাত্রায় ওটাও যে একটা পথ রয়েছে সেদিকে কারো নজর পড়তনা সেকালে।

আমার বিয়ে হয়ে গেল কিছুদিন পরে। শ্বাশুড়ীমা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছেন, তিনি বাবার বাড়ী যাননি। স্বামী বাইরে চাকরি করতেন, মারা যাবার পর গ্রামের পৈতৃক বাড়ীতে আসতে ফল ভালো হলনা। ভাসুর দেওরের দুর্ব্যবহার সহ্য করে একলাই ছেলেমেয়ে নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে তাদের মানুষ করেছেন। সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা আমি শুধু শুনেছি। আমার বাপের বাড়ীতে পিসিমাকে যা করতে দেখেছি, এখানে শ্বাশুড়ীমাকেও দেখি কালোপাড় ধুতি পরছেন নানারকম নিয়মকানুন মানছেন। সন্ধ্যেবেলায় মাঝেমাঝে আনমনে একলা বারান্দায় সময় কাটাতে দেখতাম। বুঝতে পারতাম না সব থেকেও সঙ্গী না থাকার কত কষ্ট উনি পেতেন।

শ্বশুরবাড়ীর পাড়ায় বারো ছেলের এক বামুনবাড়ী ছিল। পাড়াতুতো সম্পর্কে ঐ ছেলেদের মা আর বাবা আমাদের মাসিমা আর মেসোমশাই। ঐ বাড়ীতে ছেলেদের এক মাসিমা আর এক পিসিমাও থাকতেন। ছেলেরা ওঁদের ফুলমাসি আর রাঙাপিসি বলে ডাকত, আমরাও তাই বলতাম। অল্পবয়সে বিয়ে হত সেকালে, দুজনেই বালবিধবা তাই নিঃসন্তান। প্রথমে এসেছিলেন ফুলমাসি, শ্বশুরবাড়ীতে ভালো ব্যবহার পেতেন না, দিদিরও বিরাট সংসারে সাহায্যের প্রয়োজন, তাই দিদির কাছে এসে রান্নাবান্নার কাজ হাতে তুলে নিলেন। খাওয়াপরা চলে যায় কিন্তু নিজের বলতে তো কিছু নেই, তাই দিদির কাছে চাইতে হবে বলে কাউকে হাতে করে কিছু কিনে দেবেন সে সামর্থ্য নেই। রাঙাপিসি মেসোমশাইয়ের দূরসম্পর্কের বোন। তিনি এসেছিলন কিছু পরে, শ্বশুরবাড়ীর ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে দাদার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলন।

ওদের সংসারে দেখা যেত ফুলমাসি ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সংসারের কাজ করে যাচ্ছেন, ছেলেদের আদর আব্দার সামলাচ্ছেন, রাঙাপিসি কুটনো কেটে বড়ি দিয়ে আচার তৈরি করে কাঁথা সেলাই করে সময় কাটাচ্ছেন আর মাসিমা ছোটছেলে কোলে নিয়ে এবাড়ী ওবাড়ী করে বেড়াচ্ছেন। মাঝেমাঝে ঐ ফুলমাসিমার জন্যে খুব কষ্ট হত। সাতসকাল থেকে অধিকাংশ সময়টাই ওঁর কাটত রান্নাঘরে। দুপুরে সবার শেষে একটু ভাত তরকারি খেয়ে বারান্দায় শুতেন, সে কতটুকুই বা, বোনপোরা সব এক এক করে স্কুল থেকে ফিরতো, তখন তাদের জলখাবার দিতে উঠতে হত। একটু বেলা পড়তে বড়োদের চা জলখাবারের ব্যবস্থা করা, আর তার পাট না চুকতেই রাতের রান্না। রাতের খাওয়া মিটলে রান্নাঘরে তালা দিয়ে পাশের একটা ঘুপচি ঘরে ঢুকতেন, দুধ মুড়ি কলা খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেন। তখন কি কাঁদতেন ? মনে পড়তো কি তিন বছর যে স্বামীসঙ্গ করেছেন তার কথা ?

সেই তুলনায় রাঙাপিসিমা তো অনেক সুখে ছিলেন দাদার বাড়ী। প্রায় দশবছর স্বামীসঙ্গ করতে পেরেছিলেন, স্বামীর যা টাকাকড়ি ছিল তাও পেয়েছিলেন। নিরালায় উনিও কি কাঁদতেন ? সঙ্গীহীনের নিঃসঙ্গতা ওঁকেও কি কষ্ট দিত ?

আমার বিয়ের কিছুদিন পরে আমরা আমেরিকায় চলে আসি। ভাগ্যের নির্দেশে বিদেশ এখন স্বদেশ হয়ে উঠেছে। অনেকদিন হলেও এখনো কত কিছু দেখছি, শিখছি। এখানে বিধবাদের খাওয়াপরার আলাদা নিয়মকানুন নেই। সেদিক দিয়ে ভালোই থাকে তারা, তবে আমাদের দেশের বিধবাদের মত স্বামী হারানোর কষ্ট কি তাদের হয়না ? মনে হত নিশ্চয়ই হয়, এবিষয়ে বোধহয় মানুষে মানুষে ভেদ নেই।

পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম আমাদের এক প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পাগলের মত কান্নাকাটি করতে দেখে। ছেলেমেয়ে কারো কাছে গিয়ে শান্তি পান না, রাত্তিরে ঘুমোতে পারেন না। ওর ঘরে প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখতাম। এইভাবে প্রায় পাঁচবছর কাটার পর অশীতিপর মহিলা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, ' আমি বিয়ে করছি একবছর আগে বিগত আমার এক বন্ধুর স্বামীকে। আমরা চারজন অনেকদিনের বন্ধু ছিলাম। তোমার কি মনে হয় ? ' কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি, পরে বললাম, ' খুবই ভালো খবর, তোমার সঙ্গীর খুব দরকার, মুখ বুজে নিঃসঙ্গতা সহ্য করা বড়োই দুঃখের '। কত সহজেই যেন ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম কথা কটা। মনে পড়ল আমার পিসিমা, গীতা, বারোছেলের বাড়ীর ফুলমাসিমা রাঙাপিসিমা আর আমার শ্বাশুড়ীমাকে - নিঃসঙ্গতা কি কিছু কম ছিল তাঁদের ? কয়েকদিন পরে ছেলে মেয়ে বৌমা নাতি নাতনিদের উপস্থিতির মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। দুজনেই আশির ওপর বয়েসে সঙ্গী পেলেন। পরে শুনেছি ভদ্রলোকের বৌ মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে বলে গিয়েছিলেন, ' তুমি একলা থাকতে

পারবে না, আমাদের বন্ধু মেরিকে বিয়ে কোরো '। বছর দুয়েক হল মেরি ওর বাড়ী বিক্রী করে স্বামীর কাছে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে খবর পাই সুখে আছে।

মনে ভাবি পারতেন কি আমার পিসিমা দিদিরা একাজ করতে ? গীতা যদি জামাইবাবুকে বিয়ে করত তাতে কি এমন দোষ হত ? ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব, দিদির শ্বাশুড়ীর আর জামাইবাবুর দেখাশোনা, সবই তো করছে। মনে পড়ে মায়ের কাছে শুনেছিলাম বাবাদের ছোটবেলায় পাড়ার বদ্যিবাড়ীর বড়ো মেয়ে এগারো বছর বয়েসে বিয়ে হয়ে এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়ে ফিরে আসেন। তাঁর বাবা মেয়েকে লেখাপড়ার জন্যে শান্তিনিকেতনে পাঠান। বিধবাবিবাহ তখন একটু একটু চালু করার চেষ্টা হচ্ছিল। সেই মেয়ের বয়েস যখন পোনেরো কি ষোলো তখন তাঁর আবার বিয়ে হয়। তবে পাড়ার সকলে সেটা মানতে না পেরে তাঁদের একঘরে করে। সেজন্যে পরের মেয়েদের বিয়ে দিতে তাঁদের খুব ঝামেলা হয়। এখনো ওবাড়ীর লোকদের সঙ্গে বিশেষ কেউ মেশেনা। আমি যখন একথা শুনেছিলাম তখন কিন্তু পাড়ার লোকদের ব্যবহার একটুও খারাপ মনে হয়নি। এখন সেই সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিধবাদের কষ্ট অনেকেই বোঝে, তাদের খাওয়াদাওয়া পোষাক ইত্যাদির নিয়মকানুনের কড়াকড়িও কমেছে। বুঝতে পারছি যে আমারও মনটা এই দীর্ঘ সময় বিদেশবাসের ফলে অনেকটাই বদলে গেছে। তাই কত সহজে ভাবতে পারছি সমাজের বাধা কাটিয়ে কেন গীতা জামাইবাবুকে বিয়ে করে স্ত্রীর মত একটু আদর ভালোবাসা, মনের গোপন আশা আকাংখার কথা বলার সঙ্গী পেল না, যা কত সহজে মেরি পেল, পেয়ে সুখী হল।

হীরের হার

মীরা ঘোষাল

সীমা ও রবি খ্রীসমাসের ছুটিতে মেয়ের কাছে এসেছে। মেয়ে জামাই এই সময়ে প্রতি বছরের মত এক সপ্তাহের জন্যে শ্বশুরবাড়ী শিকাগো যাবে। রবির একমাস ছুটি, এত দিনের জন্যে ওর আসার ইচ্ছে ছিলনা। মেয়ে নাছোড়বান্দা, ওর কাছে আসার তাহলে কি মানে হয়। রবির মেয়েঅন্ত প্রাণ, মেয়েও তাই। ওরা দুজন দুজনকে যেরকম বোঝে, সীমা মাঝেমাঝে দুঃখ করে ভাবে এতকাল এত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেও সে ওরকম বোঝেনা। এ নিয়ে সীমার মনে একটু ক্ষোভ আছে আর মাঝেমাঝে সীমা তা প্রকাশ করে ফেলে। মেয়ে ও রবি হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'ও সব তোমার ভুল ধারনা'। সীমা কিন্তু খুব একটা সান্ত্বনা পায়না। তার মনের বদ্ধ ধারনা হেসে ওড়ালেই হল।

সময় কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে জানেনা। তিন বছরের নাতনী তো সবাইকে নাচিয়ে রাখছে, দাদুর ওপর সব চেয়ে গিন্নীগিরি, তার ওপর শাসন। দাদু কোথাও বেরোলে বলে, 'খুব সাবধানে গাড়ী চালাবে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। সময়মত না খেলে অসুখ হয়ে যাবে, তখন আবার হাসপাতালে যেতে হবে'। কিছুদিন আগে রবি কিড্নীর গোলমাল নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তেমন কিছু পাওয়া না গেলেও খুব ধরাকাটে থাকতে হচ্ছে। এ রকম গুছিয়ে কথা এ বাড়ীর বড়োরাও বলতে পারেনা। নাতনীর কথা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না ও র মাত্র তিন বছর বয়স।

তার ওপর সর্ব ঘটে কাঁঠালিকলা। দাদুর কলম, দাদুর চিরুনি তো ক্ষণেক্ষণে হারাচ্ছে। দিদার ক্রীম, অয়েল অফ্ ওলে পারফিউমের ওপর তো একচ্ছত্র অধিকার। লিপস্টিক নিয়ে সাজতে গিয়ে মায়ের কাছে বকুনি খায়, তাই ওটা একটু রেখেঢেকে করে। সীমাও চেষ্টা করে লিপস্টিকটা একটু লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু সোমামনির কাছ থেকে কিছু লুকোন প্রায় অসম্ভব। তারপর সীমার লুকোনোর অভ্যেস নেই, বাড়ীতে সব জিনিষ ড্রেসিং টেবিলের ওপর। ওষুধপত্র সোমা পেলে ওপরে তুলে রাখতে হয়। তবে ওষুধপত্রে ওর তত ঝোঁক নেই, যত ঝোঁক সাজসজ্জার ব্যাপারে। সীমার ক্লিপ ইয়ারিং গুলো সব পরে, তবে বেশিক্ষন পরে থাকতে পারেনা, কানে লাগে। একটা কস্ট্যুম্ নেক্লেস্ তো ওরই হয়ে গেছে। সীমা কখনো খুঁজে পেয়ে পরলে সঙ্গেসঙ্গে সোমার দাবী, 'দিদা, ওটা আমার নেক্লেস্'। ওর কান্ড দেখে মা বাবা শাসন করতে যায়। দাদু দিদার সাপোর্ট পেয়ে সোমা দাপটে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যায়।
২১শে ডিসেম্বর একটা পার্টি ছিল। অনেক বাঙালীর সমাবেশ হবে। সীমা কিছু তোলা গয়না পরল। পরাই হয়না, সে থাকে ছোট শহরে, সেখানে বড়ো পার্টি হয়না বললেই চলে। পার্টি খুব জমে উঠল। খাওয়াদাওয়ার পর গানবাজনা সুরু হল। একটি মহিলা ও ভদ্রলোক চমৎকার গান করেন। অনুরোধের পর অনুরোধ। জমাটি আড্ডা, সীমা রবি মেয়ে জামাইয়ের পার্টি ছাড়ার ইচ্ছে ছিলনা। শীতের রাত্তির, রাত বারোটা মানে গভীর রাত। সোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবাই ছেলেমেয়ে নিয়ে এলে সীমার খুব ভালো লাগে। বাচ্চারাও খেলাধুলো করে খুব আনন্দ পায়। দুষ্টুমিও করে, কিন্তু দশবারো বছরের ছেলেমেয়েরা ছোটগুলোকে সামলায়। বাড়ী ফিরে বোঝা গেল সবাই কত ক্লান্ত। পার্টির হৈচৈ সবাইকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল। সোমা তো গাড়ীতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সবাই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে

গরম বিছানায় শোবার জন্যে ব্যস্ত। সীমা শাড়ি ছেড়ে সেটা পাট করল না। গলার হীরের হারটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। কোনরকমে দাঁত মেজে মুখে ক্রীম মেখে শুয়ে পড়ল। দেখল কানের দুল আর হাতের টেনিস ব্রেসলেটটা খুলতে ভুলে গেছে। সীমা আর উঠলনা, ঘুমচোখে দুল আর ব্রেসলেটটা খুলে বালিশের নীচে রেখে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল বেশ দেরিতে। তাড়াহুড়ো করে চান সেরে নীচে গেল সীমা, তারপর দিনের কর্মব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ল। মেড্সার্ভিসের লোকেরা এল। তারা খুব বিশ্বাসী। তবে বাড়ী পরিস্কার আর গোছগাছ করতে গিয়ে জিনিষপত্র সব এদিক ওদিক কোথায় যে গুঁজে রেখে দেয় পরে খুঁজে পেতে প্রানান্ত। তারা চলে যেতে সীমা দুপুরের খাওয়া সেরে নিজের ঘরে গেল। কাল অত রাত্তির জেগে সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটু গড়িয়ে নেবে ভেবে বিছানায় শুতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙ্গল বেশ দেরিতে। নাতনীকে ডেকেয়ার থেকে আনতে হবে, রাঁধতে হবে। সীমার একটু হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

সে রাত্তিরের পাট চুকিয়ে শোবার সময় ঘরে ঢুকেই সীমার নজরে পড়ল তার হীরের হারটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর নেই। তার পরিস্কার মনে আছে গত রাত্তিরে সে হারটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখেছিল। তবুও ড্রয়ারগুলো টেনেটেনে দেখল, নাঃ কোথথাও নেই। সীমা নিমেষে বুঝল হারটা হারিয়ে গেছে। বালিশের তলায় রাখা গয়নাগুলো পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি সীমা সেগুলো বাক্সবন্দী করল। বড়ো বাড়ী, যতটা সম্ভব খোঁজার চেষ্টা করল। ক্লীনিং সার্ভিস এসে সমস্ত বাড়ী পরিস্কার করেছে, তারা পেলে নিশ্চয়ই বলত। মেয়ে বলে ওরা খুব বিশ্বাসী। নাতনীর জামা কাপড় কাচার জন্যে একটা কালো মেয়ে আসে, সেও খুব বিশ্বাসী।

সীমা খুব মুষড়ে পড়ল। যদিও সে আজ কিছুদিন ধরে চেষ্টা করছে পার্থিব বস্তুর প্রতি সব আকর্ষন ত্যাগ করতে কিন্তু ত্যাগ করতে চাইলেই কি করা যায় ? তার জন্যে অনেক নির্লিপ্ত হতে হয়। সে ভেবেছিল যে প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যের মুখোমুখি এসে দেখল তার হীরের গয়নার আকর্ষন এখনো বেশ রয়েছে। তবে সে নিজের ওপর একটু খুশী হল। বছর দুয়েক আগে হলে সে এত বিচলিত হত যে বাড়ী মাথায় করত। কাজের প্রতিটি লোকের পরে সন্দেহ হত। মা বলতেন যে চুরি করেছে সে এক পাপে পাপী, কিন্তু যার জিনিষ চুরি হয়েছে সে শতেক পাপে পাপী কারন সে বহু নির্দোষীকেও চোর ভাবছে। সীমার মনে হল মা লাখ কথার এক কথা বলতেন।

পরদিন মেয়ে জামাই নাতনি শিকাগো চলে গেল শ্বশুরশ্বাশুড়ীর কাছে ক্রীসমাস কাটাতে। বাড়ী ফাঁকা, সীমা ও রবির খুবই খারাপ লাগছে, মনও কেমন করছে ওদের জন্যে বিশেষ করে নাতনীর জন্যে। দুজনে সোফায় চুপচাপ বসে, কে যে কি ভাবছে অন্যে জানেনা, হয়তো বিশেষ কিছু ভাবছে না। ক্রীসমাস ট্রীর আলো দপদপ করে জ্বলছে আর নিবছে। নাতনি তার স্টাফ্ড্ এনিম্যালগুলো ফায়ারপ্লেসের সামনে খুব সুন্দর করে বসিয়ে রাখে। কারো সেগুলোকে সরাবার জো নেই। একটা সাদা মস্ত বড়ো বেয়ার প্রায় নাতনীর সমান, ওর খুব আদরের মিঃ বেয়ার। সীমা অন্যমনস্কভাবে বলল, ' কেউ একজন নিজেকে খুব ভালো একটা ক্রীসমাস গিফ্ট দিয়েছে '। রবি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। সীমা আর কিছু বলল না।

সীমা অন্যমনস্ক, তবু তার চোখ ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, কখনো ক্রীসমাস ট্রীতে কখনো তার আশেপাশে। নাতনী তার সাত আটটা টেডি ক্রীসমাস ট্রীর পাশে সাজিয়ে রেখেছে। টেডিগুলো নানা সাইজের। হঠাৎ সীমার মনে হল সবচেয়ে বড়ো টেডিটা যাকে নাতনী মিঃ বেয়ার বলে তার গলায় কি যেন চিক্‌চিক্ করছে। সে কাছে গিয়ে দেখল মিঃ বেয়ারের গলায় তার হীরের হারটি জড়ানো। নাতনী তার প্রিয় ভালুকের গলায় দিদার হীরের হারটি জড়িয়ে দিয়েছে।

আত্মকথা

সুস্মিতা মহলানবীশ

আমার নাম শঙ্খ সেন। আজ আমি ইন্ডিয়ান স্টীলকম্পানীর বড়োকর্তা। আমার মাবাবা কেন আমার নাম শঙ্খ রেখেছিলেন আমি জানিনা গায়ের রঙ্ আমার আগেও ফর্সা ছিলনা, আজও নয়, বরং বেশ শ্যামলা। শুনেছি অনেকের রঙ্ অল্পবয়েসে ফর্সা থাকে তারপরে বয়েস বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে রোদ বা সংসারের আগুনে পুড়তে পুড়তে অনেকটা কালো হয়ে যায়। আমি হয়তো মাতৃগর্ভেই পুড়তে পুড়তে শঙ্খের মধ্যে লুকিয়েছিলাম। অনেক সময় ভাবি আজও কি আমি

শঙ্খের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। চারদিক থেকে আত্মীয়স্বজনদের আদর আপ্যায়ন আমার মনটাকে দিশেহারা করে দেয়।

মেজোকাকার মেয়ে সুগতার বিয়ের দিন আজ আমার জন্যে আটকে আছে। আমার ছুটি পাওয়া ঠিক হলে তবে বিয়ের দিন পাকা হবে। আমার আত্মীয়েরা এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন যে মলমাসে বিয়ে দেবেন না। সুগতাকে আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁরে, আমাদের বাড়ী থেকে মলমাসে কারো আপত্তি না থাকলেও তোর ভাবী বরের বাড়ী থেকে তো আপত্তি থাকতে পারে'। তাতে ও হেসে বলেছিল, 'তুমি আসলে আমার খুব আনন্দ হবে আর আমার ভাগ্যও পাল্টে যাবে'। মনে পড়ে যেন সেদিনের কথা, আমি তখন ক্লাস নাইনে, বাবা মারা গেলে মা আমাকে নিয়ে পৈতৃক বাড়ীতে চলে এলেন, সুগতা তখন খুব ছোট্ট একটা মেয়ে, মন্টেসরি স্কুলে যায়। তার স্কুল সুরু হত আমার স্কুলের আগে। আমার পরে দায়িত্ব পড়েছিল ওকে স্কুলে পৌঁছে দেবার, ওর ছুটি হলে কাকিমা গিয়ে নিয়ে আসতেন। সুগতা বাড়ীর অন্য সবার মত আমার গায়ে বাজে গন্ধ পেত, সাবান দিয়ে ধুলেও নাকি সে গন্ধ যেতনা। আজ সেই সুগতা যুবতী, গৃহিনী হতে চলেছে।

আমার স্কুলমাস্টার বাবা পুরুলিয়ার ছোট্ট একটা গ্রামে চলে গিয়েছিলেন কিছু আদর্শবান ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে। মাও পাঠশালায় ছোটছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। বাবা উঁচুক্লাশে অংক শেখাতেন, তাঁর ধারনা ছিল বড়োবড়ো সব মাস্টাররা শহরে চলে আসেন, কম পয়সায় গ্রামের স্কুলে তাঁরা পড়ান না, তাঁরা শহরে টিউশানি করে গাড়ীবাড়ী করছেন আর গ্রামের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভালো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পরে ঐ আদর্শ ধরে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, পরিস্থিতি আর পরিবেশের জন্যে আমরা চলে এসেছিলাম কলকাতার বাড়ীতে। সবসময় এখানে না থাকার জন্যে কোনের দিকে একটা ছোট্ট ঘর জুটেছিল আমাদের কপালে। মা কর্পোরেশনের স্কুলে চাকরির চেষ্টা করলে জেঠু কাকুরা মাকে বলেছিলেন, 'সেনবাড়ীর বৌয়ের মত লোকেরা করপোরেশন স্কুলে চাকরি না করে বাড়ী থাকলে অনেক অসহায় লোকেরা চাকরি পাবে'। মায়ের বাইরে চাকরি করা হলনা বটে কিন্তু অত বড়ো বাড়ীর সবার জন্যে রান্নার দায়িত্ব পড়ল তাঁর ওপর।

রাত্রিরে মা আমায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। আমি জানতাম মায়ের বুকভরা ছিল কান্না আর ভালোবাসা। আমি ছাত্র ভালো হলেও জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনদের মত ইংরেজী বলতে পারতাম না। ওরা সবাই বাড়ীতেও অনেক সময় ইংরেজীতে কথাবার্তা বলত। আমার ইংরেজীর মাস্টারমশাই রমেন মিত্র আমার ইংরেজী লেখার প্রশংসা করতেন, ওঁকে আমি একদিন আমার ইংরেজীতে কথা বলার দুর্বলতা জানালে তিনি খুব হেসে বলেছিলেন, 'কান পেতে শুনলে তুমি তোমার ভাইবোনদের ইংরেজী কথা বলার মধ্যে অনেক ভুল ধরতে পারবে। তোমার অভ্যেস নেই বলে সংকোচ, সেটাকে কাটিয়ে যদি কথা বলার অভ্যেস করো তাহলে দেখবে ওদের চেয়ে তুমি অনেক ভালো বলতে পারো'। আজ ভালো ইংরেজী বলতে পারি কিনা জানিনা তবে সংকোচটা ঠিকই কাটিয়ে উঠেছি। আজ কয়েক বছর আমি মাকে নিয়ে সল্টলেকের এই ফ্ল্যাটটায় আছি। এটার জন্যে আমার কোন খরচ নেই, কম্পানিই ভাড়া দেয়। মায়ের চোখেমুখে শান্তির দীপ্তি আমার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। তবে মায়ের অভিযোগ আমি এখনো কেন বিয়ে করছিনা। বয়েস আমার তিরিশ হলেও আমার আত্মীয়েরা কুড়ি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বয়েসের ধনীর দুলালীদের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছেন। আমি মুখে কিছু না বললেও মনেমনে জানি যে ওদের ইচ্ছেমত কোন মেয়েকেই আমি বিয়ে করছিনা।

আমার মা বড়ো মহান। মা ভুলে গেলেও আমার মন অনেক কিছুই ভুলতে পারেনা। আমাদের অসহায় অবস্থায় আমার বাবার বাড়ীর মত আমার মামার বাড়ীও একই ব্যবহার করেছে। শুধু আমার মাসিই মাকে প্রচুর সান্ত্বনা দিত আর ভালোবসতো। মেসোর শরীর ভালো না থাকায় মাসির মনেও সবসময় উৎকণ্ঠা থাকত। মাসির মেয়ে ঝিনি আর ছেলে দীপ আসলে আমার খুব আনন্দ হত। মাসি মাকে বলত, 'দিদি, দেখিস তোর ছেলে খুব বড়ো হবে আর তোকে দেখবে'। আজ বড়ো হয়েছি কিনা জানিনা তবে মনে হয় মাকে যেন আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি। একবার আমার মামীমা পূজোর সময় মাকে একটা শাড়ী দিয়েছিলেন। বাক্সটা খুলে মা দেখেছিলেন শাড়ীটা দুএকবার ব্যবহার করা আর ছেঁড়া। ঐ শাড়ীটা বহুদিন বাক্সে ছিল এবং মা ওটা কেন পরেন না জিজ্ঞেস করতে মা বলেছিলেন, 'এদিকে আয় আর দরজাটা বন্ধ করে দে'। আমি দরজাটা বন্ধ করে মায়ের কাছে যেতে মা শাড়ীটা খুলে আমাকে ছেঁড়া জায়গাটা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এটা লজ্জার কথা, কাউকে বলতে হবেনা'। আমার মামাদের পয়সার কোন অভাব ছিল না, মামার নিজের ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা ছিল, তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আর মামীমা ইতিহাসে এম.এ।

বাবার আদর্শের জন্যে আমাকে আর মাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। বাবার গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দেওয়াকে পরিবারের অনেকেই পছন্দ করেনি। তাঁদের মতে এই ধরনের চাকরিতে স্বচ্ছলতা বা সম্মান কোনটাই নেই। এই নিয়ে

অতীতে আমার মনে ক্ষোভ থাকলেও এখন আর তা নেই। তবে ভাবতে অবাক লাগে আর হাসিও পায় যখন দেখি এই সব লোকেরা যারা আমাদের সেদিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখত আজ তাদের কত পরিবর্তনই না হয়েছে। আমার মামীমা তার ভাইঝির জন্যে আমার আর মায়ের কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। মা খুব বুদ্ধিমতী, বলেছিলেন, ' শঙ্খর যাকে পছন্দ হবে, তাকেই বিয়ে করবে, ওর পছন্দতেই আমার মত '। মামীমা আমাকে বলেছিলেন, ' মেয়েটার যেমন রূপ তেমনি গুন, তার ওপরে মনটাও খুব বড়ো, তোর অপছন্দ হবেনা '। মামীমার মুখে ' মন বড়ো ' কথাটা আমার কানে ভীষন আঘাত করেছিল। আমি শুধু হেসে বলেছিলাম, ' আমার এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই '।

আত্মীয়স্বজনদের চিন্তা, তিরিশ বছর বয়েস হল আর কবে বিয়ে করবে। মাকে এই কথাটা ঠাট্টা করে বলতে মা একটু হেসে বলেছিলেন, ' তোর যদি কাউকে পছন্দ হয়ে থাকে তো তাকেই বিয়ে করবি, এদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না '। এদের কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, তবে আমার খুব হাসি পায় আর ভাবি এদের আসল রূপটা কি বের করে দেব ? এদের কি বলব যে আমার মন বাল্যস্মৃতি জড়ানো পুরুলিয়ার সেই গ্রামে গিয়ে বাবার মত কিছু ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব নিতে চাইছে ?

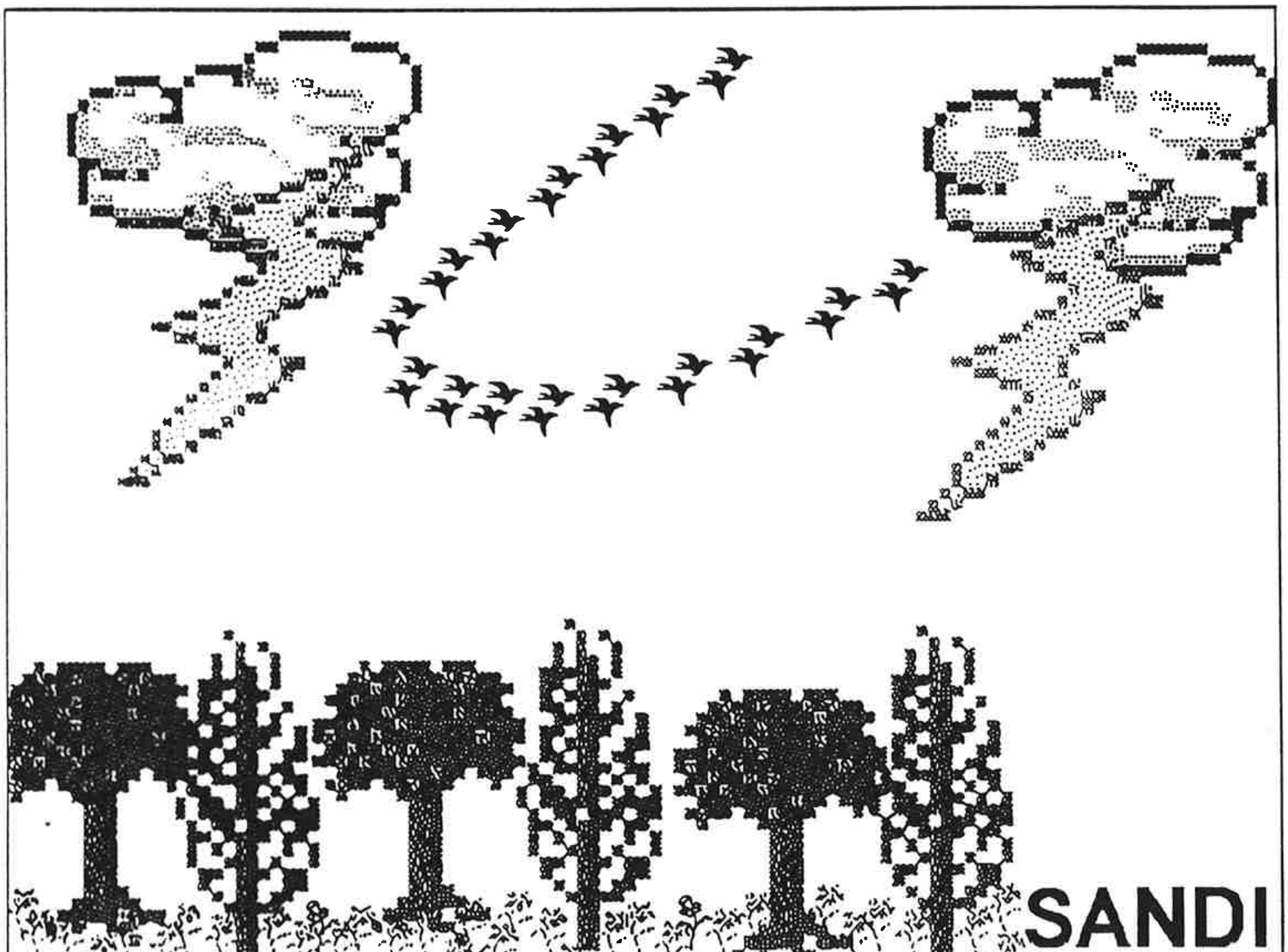

ঈশাবাস্যং

সমর মিত্র

ঈশোপনিষদ্ অবলম্বনে

সুদূর অতীতে এক গুরুপূর্নিমার
রজনী পোহালে আশ্রমের পাঠাগার
মার্জনান্তে, শিষ্যগন ছিল অপেক্ষায়
গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্য শিক্ষার আশায়।

বহুবর্ষব্যাপী গুরু ব্রতী শিক্ষাদানে
আসিয়াছে বহু শিষ্য পথের সন্ধানে
ধন্য তিনি, এইবার বার্দ্ধক্য ও জরা
এসেছে সংকেত নিয়ে যেতে হবে ত্বরা।

দণ্ডে ভর দিয়া গুরু কিঞ্চিৎ বিলম্বে
আসিছেন ধীরে ধীরে দেখিয়া সরবে
আনন্দে করিলে জয়ধ্বনি শিষ্যগন
সহাস্যবদনে তিনি নিলেন আসন।

শিষ্যদের পানে চাহি প্রসন্ননয়নে
কহিলেন গুরুদেব সস্নেহবচনে
পূর্নমদঃ শান্তিপাঠ কর সবে সুরু,
গাহিলে তাহারা গলা মেলালেন গুরু।

মন্ত্রার্থ - সম্পূর্ন ব্রহ্ম কারনকারন
পূর্ন এই নামরূপে বিশিষ্ট ভুবন।
পূর্ন ব্রহ্ম হতে পূর্ন ভুবন উদ্গত
তথাপি হয় না হানি পূর্নের পূর্নত্ব।

শান্ত হোক সর্বভূত কায়মনোবৃত্তি
শান্ত হোক বাধাবিঘ্নময় এ প্রকৃতি।
সমবেত কণ্ঠে শান্তিপাঠ হলে শেষ
ব্রহ্মবিদ্যা গুরু করিলেন উপদেশ।

জগতে অনিত্য বস্তু যাহা অবস্থিত
পরমাত্মা দ্বারা সেই সকলি আবৃত।
ত্যাজ জগদ্বুদ্ধি কর তাঁহার চিন্তন,
ধনাকাঙ্খা ত্যাজি কর আত্মার পালন।

শতবর্ষ পরমায়ু চাহিলে জগতে
সকল কর্তব্যকর্ম হইবে করিতে,
ইহা ভিন্ন নেই জেনো দ্বিতীয় উপায়
অনথা অশুভ কর্ম বাঁধিবে তোমায়।

ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে এক পুর
সেথা যাহাদের বাস তাহারা অসুর,
আত্মার পালনে ধ্যানে না হইলে মতি
দেহান্তে হইবে জেনো সেই লোকে গতি।

অদ্বিতীয় এই আত্মা নহে চলমান
তবু মন হতে তিনি বহু বেগবান,
জড় ইন্দ্রিয়েরা তাঁর না পায় সন্ধান
সকলের পূর্বগামী সদা বিদ্যমান।

দ্রুতগামী যাহা কিছু আছে ভূমণ্ডলে
স্থির আত্মা তবু সর্ব অগ্রে যান চলে,
সকল প্রকার কর্ম তাঁহারি শাসনে
বিভক্ত হইয়া আছে এই ত্রিভুবনে।

সূর্যের তাপ ও প্রভা অগ্নির জ্বলন,
বিদ্যুতের ছটা আর মেঘের বর্ষন,
গ্রহতারকার কক্ষে আবর্তনমূলে
একা তিনি, তাই সব ঘটে সুশৃঙ্খলে।

সচল অচল তিনি দুই একাধারে,
নিকটে যেমন তিনি তেমনিই দূরে,
সকলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্থিত
এমনি বিরোধীভাবে তিনি প্রকাশিত।

আত্মাতে দেখেন যিনি ভূতসমুদয়,
আত্মার দর্শন যাঁর সর্বভূতে হয়,
সেই দর্শনের ফলে তাঁহার নিকটে
ভিন্ন নয় কেহ, জেনো এইরূপই বটে।

সর্ববস্তুরূপে এক আত্মার দর্শন
করিতে সক্ষম যেই সে জ্ঞানীর মন
কদাপি আচ্ছন্ন নাহি হয় মোহে শোকে
এরূপ একাত্মদর্শী বিরল ভূলোকে।

সর্বব্যাপী আত্মা অশরীর জ্যোতির্ময়,
ক্ষতহীন শিরাহীন নির্মল আশ্রয়,
সর্বোত্তম সর্বদর্শী নিয়ন্তা মনের,
ধর্মাধর্মহীন, নিজে কারন নিজের।

জ্ঞানহীন কর্ম এই রূপ অবিদ্যার
আছে যতক্ষণ ততক্ষণ এ সংসার
উপযুক্ত শক্তিদের করিয়া সৃজন
সংসারের ভার আত্মা করেন অর্পণ।

জ্ঞানহীন কর্ম করে তৎপরতাসহ
স্থান পায় লোকে অন্ধকারে দুর্বিষহ,
আরো অন্ধকারে করে তাহারা গমন
কর্মহীন জ্ঞান যারা করে অন্বেষণ।

অবিদ্যার এক ফল আর এক বিদ্যার
নিশ্চয় জানিও নাই অন্যথা ইহার,
ব্যাখ্যাসহ এদুটির এই বিবরণ
দিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরীগণ।

জীবনের লক্ষ্যপ্রাপ্তি জেনেছেন যাঁরা
হয় বিদ্যা অবিদ্যার সমুচ্চয় দ্বারা
কর্মের সহায়ে তাঁরা মৃত্যুকে লঙ্ঘন,
জ্ঞান দ্বারা অমরত্ব করেন অর্জন।

অব্যক্তা ও ব্যক্তা প্রকৃতি এদুটি
প্রথমটি অবিদ্যা ও বিদ্যা দ্বিতীয়টি,
ভিন্নভাবে ও একত্রে করে উপাসনা
ত্রিবিধ ফলের প্রাপ্তি শুনেছি বর্ণনা।

বিরামবিহীন সেদিনের প্রবচন
একাগ্রে শুনিতেছিল সবে এতক্ষণ,
সহসা, সন্ত্রস্তচিত্তে দেখিল সকলে
আসনের পরে গুরু পড়িছেন ঢলে।

বিহ্বল শিষ্যেরা ধেয়ে গেল গুরুপানে
বুলাইয়া হাত শিরে বক্ষে ও চরণে
শয়ন করালো যত্নে সেই বেদীপরে
শুনিল কহিতে তাঁকে মৃদুমন্দস্বরে।

জানি জ্যোতির্ময় মণ্ডলের আবরণে
সত্য তুমি ওগো আত্মা রয়েছ গোপনে,
আবরণ উন্মোচন কর হে দেবতা
দাও সত্য স্বরূপের দর্শন ক্ষমতা।

একা তুমি হে নিয়ন্তা কর বিচরণ,
কিরণ ও তেজরাশি কর সংবরণ
ওগো প্রজাপতিপুত্র, চাই যে দেখার
সুযোগ কল্যাণতম রূপটি তোমার।

যে পুরুষ অবস্থিত আদিত্যমণ্ডলে
অভিন্ন আমি ও তিনি, তাই মৃত্যুকালে
এই দাবী, প্রাণবায়ু যেন মিশে যায়
দেহ ভস্ম অন্তে মহাবায়ু সূত্রাত্মায়।

ওঁকারপ্রতীক অগ্নি, তুমি মনোময়
হে সত্যস্বরূপ তুমি, এই কর্মময়
জীবনে আমার যাহা আছে স্মরণীয়,
স্মরণে রাখিতে তাহা কভু না ভুলিও।

নিয়ে চল শ্রেয় মার্গে হে অগ্নিদেবতা
চিত্তবৃত্তি কর্ম জ্ঞানী তুমি ফলদাতা,
কুটিলতা কর দূর, অনন্ত আমার
মানসিক বাচনিক লহ নমস্কার।

বুদ্ধ হল বাক্, তাঁকে দেখে ব্রহ্মে লীন
শোকাচ্ছন্ন শিষ্যগণ বুঝিল সেদিন,
বহু শিক্ষা দিয়েছেন গুরু এ জীবনে
শেষ শিক্ষা আজি দিয়ে গেলেন মরণে।

গুরুর নিস্পন্দ দেহ ঘিরি শিষ্যগণ
করিতে লাগিল শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ,
যে মন্ত্রটি তাহাদের সহ সমস্বরে
গাহিয়াছিলেন গুরু আজি নিশিভোরে।

ব্রাহ্মণ কে ?

একটা শ্লোকে শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর:

**জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।**

সবাই শূদ্র হয়ে জন্মায়, সংস্কার (পূর্বজন্মের কর্মফল যা পরের জন্মের কর্ম প্রভাবিত করে, অথবা উপনয়ন ও আনুষঙ্গিক বিধিনিষেধপালন) দ্বারা দ্বিজ (যার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে) আখ্যা পায়, শাস্ত্রের মর্ম বুঝলে বিপ্র (বিশেষরূপে প্রণিধান করেছেন যিনি), আর ব্রহ্ম জ্ঞাত হলে ব্রাহ্মণ হয়।

চিন্ময়ী
শ্যামলী দাস

আবার পূজো আসছে! প্রতি বছরের মতো জীবনের নূতন পুরোন বহু ঘটনাই যে মনে পড়ে এই সময়।

আমার তখন কলেজের থার্ড ইয়ার। ফার্স্ট কোয়ার্টারলি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। পড়াশুনোর চাপ কম। শরৎ কাল, আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কলেজে যাতায়াতের পথে পূজোয় চাই বাটার জুতোর বিজ্ঞাপন রাসবিহারীর মোড়ে বেশ ভালভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। খুশী মনে দিন গুনছি আর ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কলেজের জল্পনা কল্পনায় ব্যাস্ত হয়ে আছি। শরতের হাল্কা মেঘের মতন মনে একটা হাল্কা খুশীর ভাব। আর মাত্র দুটো দিন বাদে পূজো! এই রকম একটা খুশীর ভাব নিয়ে দর্জির দোকান ঘুরে বাড়ী পৌঁছতে রঘুদা একটা দুঃসংবাদ বেশ হাসি খুশী মুখেই দিল, ''ছোটদি, পূজোর সময় আমরা সবাই আঁটপুর যাচ্ছি! কি মজা, কতোদিন সবাইকে দেখিনি।'' বলেই দরজার বাইরে চলে গেলো পাড়াতুতো বন্ধুদের জানান দিতে। রঘুদা ঠাকুমার বাপের বাড়ীর লোক। ভাবলাম পূজোর সময় দেশে যাবে, মা'র গজগজানি শুরু হয়ে যাবে।

যাই হোক মাকে পেলাম না। যথারীতি বড়পিসির বাড়ী বিকেলের চা আর গল্পগুজব করতে গেছে। ওপরে বারান্দায় বাবার সঙ্গে দেখা হলো। একটি নিমন্ত্রণ পত্র দেখিয়ে বাবা বলে উঠলো, ''খুকুমা, মামার বাড়ী থেকে পূজোর নিমন্ত্রণ এসেছে। চল তোতে আমাতে ঘুরে আসি। রঘুও যাবে। অনেকদিন কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি আর তোকেও কেউ দেখেনি, তুইতো আঁটপুরে যাসনি। ওখানে সারদামায়ের বাপের বাড়ী খুবই প্রসিদ্ধ! তোর ঠাকুমা আঁটপুরের জমিদার বাড়ীর মেয়ে, শুনেছি ওবাড়ীর দুর্গাপূজোয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছিলেন। তোকে আলাদা করে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাই ভাবলাম ঘুরেই আসি। ষষ্ঠীর দিন বারবেলার পরে বেরোবো।'' খুব করুণ সুরে বল্লাম ষষ্ঠীতো পরশু দিন, দর্জি এখনো আমার জামাগুলো দেয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব ''ঐ গাঁয়ে তোর বেশী কিছু দরকার নেই, ষষ্ঠীতে যাবো আর দশমীর দিন দুপুরে ফিরে আসবো।'' ভাবলাম তাহলে আর পূজো শেষ হতে কটা দিনই বা রইল? ভাইদাদুর মতন বাবারও কি এই বয়েসে ভীমরতি ধরলো? চুপ করে রইলাম। জানি বেশী কিছু বল্লেই ঠিক বাবা বলবে ''তোর যদি ভাল না লাগে তাহলে যাওয়ার দরকার নেই।'' নিজেও যাবেনা আর পূজোটা আমাকে অনুশোচনায় ফেলে রাখবে। হঠাৎ ফোন বাজতে বাবা উঠে চলে গেলো। চোখ ফেটে জল আসতে লাগলো। বন্ধুদের বলবো কলকাতা ছেড়ে আঁটপুরে চলেছি পূজোর সময় মশার কামড় খেতে! হা ভগবান! ভয়েও তোমায় ভক্তি করি, তবে আমারই বা এত কষ্ট কেন? ঠাকুমা জন্মাবার আর জায়গা পেলনা! উত্তর কলকাতার এঁদো গলিতে জন্মালে এরকম ভাবে কাউকে ঝামেলায় পড়তে হতোনা! খুব ভালোভাবেই জানি কোনো মতেই মা যাবেনা।

মার দাদামশাই শ্রীনাথ দাস উইল করে গেছে পূজোর সময় সব নাতী নাতনীদের বৌবাজারে একটি সরু গলির মধ্যে দাস বাড়ীর চন্ডীমন্ডপে হাজির হতে হবে, না হলে সম্পত্তি থেকে বাদ পড়বে। পুরোণো দিনে মানুষরা মরার পরও সম্পত্তি কন্ট্রোল করতো দেবোত্তর আর নাতী নাতনীরা, সুতরাং সে সব ছেড়ে মা কোনো মতেই এগোবে না।

সন্ধে বেলা ঠাকুর মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, দেবী এবার কিসে আসছেন বলুন? ধমক খেয়ে একটি নোংরা গোলাপী বই বার করে জবাব দিলো সপ্তমী ও অষ্টমী পড়েছে একদিনে আর পরের দিন সকালে নবমী আর রাতে দশমী। তবে দুই মতে দশমী দুদিন। দেবীর দোলায় আগমন, গজে গমন, বৃষ্টি হবেনা ছোটদি। বুঝলাম রঘুদা এখানেও মোড়লী করেছে। পুরাণে বলে দেবীর নৌকায় আগমন হলে পূজোর সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়। সে গুড়ে বালি!

পরের দিন সকাল থেকে মুখে হাসি হাসি ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন কিছুই হয়নি কারন দাদারা আরও মজা পাবে। পূজোর সময় সেজবৌদির উপহার ছিলো সপ্তমীর দিন সব ভাইবোনদের সিনেমা দেখানো আর ক্যামেলিয়ায় খাওয়ানো। তাকেও না বলতে হলো।

কলকাতা থেকে প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা লাগে আঁটপুর যেতে, বেরোতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো। গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে রাত ১০টা বেজে গেলো। বেরোবার আগে রঘুদা খবর দিয়েছে ওখানে ইলেকট্রিক লাইট নেই। মনটা বেশ খারাপ হয়ে ছিলো। রাস্তার দুদিকে ধানের খেত আর পুকুর ছাড়া কিছুই চোখে পড়লোনা! তবে শরতের দিগন্ত ছোঁয়া নীল আকাশ আর কচি সবুজ ধানের ক্ষেত সত্যিই ছবির মত লাগছিলো। মনে হলো এই দেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন '' আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।''

আঁটপুরে পৌঁছোতেই ভাইদাদু ও ভাইদিদা সদলবলে বেরিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণা জানালো। ভাইদাদ একগাল হাসি মুখে বলে উঠলো ''ছোটপিসির এতদিন বাদে কত্তাকে মনে পড়লো!'' রঘুদা পেছন থেকে চাপা গলায়

বলে উঠলো ''এসেছো যখন পেঁচার মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে না থেকে বড়দের প্রণাম করো।'' প্রণাম করে দাঁড়াতেই ভাইদিদা বলে উঠলো ''দিদুভাই চলো আগে মাকে প্রণাম করবে!'' দুর্গা মন্ডপের দিকে এগোলাম। কোনো রকমে প্রণাম সেরে বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম। একবার ২৩ পল্লীর ঠাকুরের মুখ, লাইট, ডেকোরেসন, মনে পড়লো। কি আর হবে! কত আর ঘ্যান ঘ্যান করবো? ভাইদিদুর সঙ্গে শোয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। বালিশে মাথা ছোয়াতেই চোখ বুঝে গেলো। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কোথায় আমি এবং এত শব্দই বা কিসের। আস্তে আস্তে মনে পড়ল সপ্তমীর সকাল - ঢাকের আওয়াজ - কলা বৌউ চান করাতে যাচ্ছে। তখন বেশ অন্ধকার। কোনো রকমে সব উপেক্ষা করে আবার ঘুমোবার চেস্টা করলাম এবং ঘুমিয়েও পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো বেশ বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে স্নান করে রঘুদা, বাবা, সবাইকে খোঁজ করলাম। কেউ কোথাও নেই। বাড়ীটা কেমন নিঃশব্দ লাগছে। দেউড়ীর পাশে চন্ডী মন্ডপ। সেই দিকে গেলাম। কেমন যেন অবাক লাগলো। পূজোর যে এত আয়োজন হয় তাও ধারণার বাইরে ছিলো। কলকাতায় কালীঘাটের উঠোনে যেমন ফুল ওলারা ফুল বিক্রী করে বড় বড় মালা সাজিয়ে, তেমনি একদিকে দেখলাম ফুলের পাহাড় অন্য দিকে বেলপাতার সমারোহ। পাশের নাট মন্দিরে কয়েকজন মাথায় মুখে গামছা বেধে রান্না করছে। সারা উঠোনে গাঁয়ের মেয়েরা বসে ঠাকুরের ফল কাটছে। আরেক পাশে দেখলাম সারি সারি মাটির প্রদীপ আর ধুনুচি সাজানো। ভাইদিদুকে দেখলাম দূর্গা মন্ডপের এক কোণে চোখ বুজে বসে আছে। বিরক্ত করতে সাহস হলো না। এপাশ ওপাশ তাকাতে দেখলাম বাবা একেবারে অন্য জগতের মানুষ। মাও আসেনি, ছোটবেলার বন্ধুদের পেয়েছে। আমার যে কোনো অস্তিত্ব আছে বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল না। আর রঘুদা যা সব সময়ে করে, মোড়লী, ওখানে তা পুরো মাত্রাই করে যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে আস্তে আস্তে ভাইদাদুর কাছে হাজির হলাম। নাটমন্দিরের একপাশে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ছিলো। আমাকে দেখেই এক মুখ হাসি। '' ছোটগিন্নীর সাহেবী ঘুম ভাঙ্গলো!'' পাশে বসতেই আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। বল্লো '' বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে গিন্নী?'' কেমন যেন লজ্জা করলো নিজের ছেলেমানুষীর জন্যে। ভাবলাম নিজের ভাল লাগছেনা ঠিক কথা কিন্তু আমরা আসাতে আর সবাইতো খুসী। ভাবলাম কোনো রকমে দুটো দিন কাটিয়ে দেবো। সারাদিন নানা রকম নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটে গেলো। সন্ধ্যে আরতির পর চোখে ঘুম ভেঙ্গে এলো। কোনো রকমে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাইদিদু সকাল থেকে দূর্গামন্ত্র জপ করছে। কিন্তু যতক্ষণ না সন্ধিপূজো শেষ হবে ততক্ষণ কথা বলবে না, অথবা জপও শেষ হবেনা। সুতরাং ভাইদিদা আসার অপেক্ষা না করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শুনে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। দেখি ভাইদাদু দাড়িয়ে আছে বেনারসী জোড় পড়ে। আমার ঘুম ভাঙ্গতেই বলে উঠলো, ''দিদু তাড়াতাড়ি এসো সন্ধিপূজো শুরু হয়ে যাবে।'' বিছানার কাপড় বদলে যখন হাজির হলাম চন্ডী মন্ডপে, মনে হলো রাত বদলে দিন হয়ে গেছে। পেট্রোম্যাক্সের নীল আলোয় মনে হচ্ছে চন্ডী মন্ডপের উঠোনে চাঁদের আলো বিছিয়ে রয়েছে। সমস্ত গাঁয়ের লোক উঠোনে দাড়িয়ে। বেশীর ভাগ মেয়েরা বেনারসী শাড়ী সিঁদুরে যেন নূতন বিবাহিত বধূ। অল্পবিস্তর প্রত্যেকের হাতে শাঁখ। সকালে দেখা সারি সারি প্রদীপ আর ধুনুচি সবগুলোতে আগুন জ্বলছে। বাবাকে দেখলাম বেনারসী জোড় পড়ে চামর হাতে দাড়িয়ে। গাঁয়ের ছেলেরা সবাই একে একে ধুনুচি তুলে নিলো। দাদুভাই ইশারা করা মাত্র ঢাকীরা বাজনা শুরু করলো। ঠাকুর মশাই আরতি শুরু করলো। মেয়েরা এক সঙ্গে শাঁখ বাজাচ্ছে। রঘুদা একটা বড় কাঠের পাত্র নিয়ে ধুনো ভরে দিচ্ছে ধুনুচির মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে ধুনো আর ধোয়া একসঙ্গে হওয়ায় সমস্ত পরিবেশটা কেমন স্বপ্নময় মনে হতে লাগলো। ঢাকিরা বাজনা বাজাচ্ছে। অনেকগুলো ঢাকি, শুনেছিলাম এখানের পূজোয় নাকি চারপাশে গাঁয়ের ঢাকিরা এসে সন্ধিপূজোয় ঢাকে কাঠি দেয় বাজনার সঙ্গে। কলকাতার তাসাপার্টি ধুনুচি নাচে যেমন বাজায় সেরকম নয়, কেমন যেন প্রাণচঞ্চল আওয়াজ। অসম্ভব গরম লেগে সমস্ত শরীরটা ভিজে গেছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। নাঁচ আর শাঁখের আওয়াজ। হঠাৎ কানের পাশে শুনলাম দাদুভাইয়ের গলা '' দিদু দেখেছো --''

''মৃন্ময়ী মা আমার কেমন চিন্ময়ীতে পরিণত হয়েছে!'' ঘুরে তাকাতে সত্যিই চমকে উঠলাম। কেমন শিহরণে দাদুভাইয়ের হাত আঁকড়ে ধরলাম। ধুনোর ধোঁয়ায় কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধু পেট্রোম্যাক্সের নীল আলোয় মায়ের মুখটা চক চক করছে। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিলো মা দূর্গা আমাদের সবাইকার মত ঘামে ভিজে গেছে। পরমুহূর্তে মনে হলো চোখের ভুল! ভাইদাদু আবার বল্লেন ''বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর!''

অনেক বছর কেটে গেছে। জীবনের ধারা অনেক বদলে গেছে। মাঝে মাঝে সে রাতের ছবি আর দাদুভাইর গলা এখন মনে পড়ে, ভাবি সত্যি হলেও সেটা এখন স্বপ্ন!

The Traveler's Yoga of Ascent

Kanai Ghosh

He was the traveler on the eternal journey
Going through many births and deaths,
He felt the supreme purpose though funny
Bringing God's grace through vital sheaths.

He was the traveler on the eternal journey
Looking helplessly for light and *mukti*,
But he loved to worship pain and suffering,
And invoked old rites to bring *bhakti*.

He was the traveler on the eternal journey,
He saw the dark faces of God of Death
Driving Karma to serve the hostile Destiny,
And carrying a doom in earth's spiritless breath.

He was the traveler on the lonely road
Having rare glimpses of Heaven and Delight,
He saw the happy faces of guiding god
Like many stars twinkling in the darkness of Night.

He was the traveler on the lonely road
Wishing to escape the world in *Nirvana*,
He heard the clarion call through joyful sound,
"Don't give up this wonderful world and *prana*."

He was the traveler on the lonely road
Seeking desperately for guidance and help,
To bring down the *Supermental light* into the world,
And realize the eternal in his ego-bound self.

He was the traveler on the lighted path,
He saw *Hrishikesha* controlling the senses,
Descending *Supermind* was stopped by god's wrath,
Because of an ego wall against the Supreme graces.

He was the traveler on the lighted path
Meditating to listen the distant voice,
He felt the hidden desire of earthly birth
To build a God's abode by paying high price.

He was the traveler on the lighted path
Aspiring for the awakening of *seven lotuses*,
He hoped a *Kundalini* rise by the Spirit's touch,
And a stronger force manifesting in deathless roses.

He was the traveler ascending on the high roads
To listen the soft music of love and delight,
He felt the cheerful mood of helping gods,
And a deep Silence that reigned the infinite.

He was the traveler dreaming the kingdom of bliss,
To see the end of the endless tunnel,
Earth was ready to receive Heaven's kiss
Descending through a tortuous funnel.

He felt the yoga of *Samkhya* culminating into yoga of Gita
Meeting the need of mind and vital, not the inner soul,
Appeared a new path with yoga of *Raja* and *Hata*,
Though assuring not fully satiating his psychic's goal.

Unsatisfied still, he travelled searching for the unknown,
Established a new yoga of transforming body, vital and mind,
Integral in essence never thought before, pointing to a new Dawn,
And promising a transcendental blissful earthly life for mankind.

The new Yoga asked for triple transformation,
Projecting a shadow of *Divine life* on earth,
With psychicization, spiritualization and supramentalization,
To fulfill the exact conditions of epiphany and *Bramhic birth*.

He felt a continuous ascent of mind and descent of grace,
A mighty power standing on the occult border,
With a comforting will and no show of human weakness,
Forcing the inherited animal mind to the path of higher order.

He experienced first the touch of the *Superconscience*,
Body threw out the *Tamas*, a new form was born,
Darkness faded out, the *Overmind* showed its presence,
Immortal embraced the mortals, a new race was born.

Then a soft Delight diffused in the surrounding wind,
Every cell of body and tissue felt the rare rapture,
Earth had never before seen anything of this kind,
A festive celebration on *Inconscient's* departure.

Finally the Dawn came, he saw the journey's end in haste,
God willed, the *Supermind* revealed through matter's face,
Frustrated earthly life got its cherished heavenly taste,
Divine life at last descended on earth by the Mother's grace.

[*The Traveler's Yoga of Ascent* is based on author's understanding of ancient Hindu philosophy and philosophy of Sri Aurobindo who spent most part of his life in bringing down Supermind into the physical world to start a divine life in divine body on earth. The Supermind descended through the Mother (Mother of Pondicherry ashram) on 29th February, 1956.]

---

mukti - liberation; ***bhakti*** -love for the Divine; ***Karma*** – means that for a given output of energy there is an equivalent return of energy. Karma is the mechanism developed by nature to force the soul into a series of births and deaths through which it gains the materials for its upward growth.

nirvana - extinction; ***prana*** - life energy (**Upanishads**)

Supermental light* and *Supermind – related to the world of supermind; "Supermind is the grade of existence beyond mind, life and matter... and an eternal reality of the divine Being and the divine Nature." (Sri Aurobindo's **The Supramental Manifestation**)

Hrishikesha – lord of the senses (**Bhagavad Gita**); ***seven lotuses*** – seven centers of energy (**Tantra yoga**); ***Kundalini*** – the coiled and sleeping serpent of energy within (**Tantra yoga**), ***Samkhya*** - an ancient system of yoga which recognizes Nature and Atman. ***Raja*** - a system of yoga which aims at the opening up of the divine life on all mental planes. ***Hata*** - a system of yoga in which the body is used as the instrument of perfection and realization.

New Yoga - is the integral yoga developed by Sri Aurobindo. " The aim of this yoga is, first, to enter into the divine conciousness by merging into it the separative ego ... and, secondly, to bring down the supermental conciousness on earth to transform mind, life and body." (Sri Aurobindo's **Letters on Yoga**).

Bramhic birth - related to Bramhan who is the supreme being. Brahman is " That which is hearing of our hearing, mind of our mind, speech of our speech, life of our life and sight of our sight." (Sri Aurobindo's **The Upanishads (The Kena Upanishad) – Texts, Translation and Commentaries**)

Mother – is the Mother of Pondicherry Ashram who was the executive force of Sri Aurobindo's philosophy. She descended on earth with four powers of the Divine Mother – Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. (Sri Aurobindo's **The Mother**)

Superconscience – "In the superconscience beyond our present level of awareness are included the higher planes of mental being as well as native heights of supramental and pure spritual being." (Sri Aurobindo's **The Life Divine**)

Tamas – darkness – one of the three gunas (**Bhagavad Gita**)

Overmind – overmind is the layer of mind between intuitive and supermind. Overmind is " still a power of cosmic conciousness, a principle of global knowledge which carries in it a delegated light from the supramental Gnosis." (Sri Aurobindo's **The Life Divine**). The overmind conciousness alone opens the gate to the supermind.

Divine life – "A life of gnostic beings carrying the evolution to a higher supramental status might fitly be characterized as a divine life;" (Sri Aurobindo's **The Life Divine**)

Inconscient - This is an involved state of conciousness which plays an important part in the beginning of each cycle of creation because all can evolve out of it under pressure.

Believe it or not!

It was a cold and chilly night
The date was Friday the thirteenth,
1989
The house was old and gloomy in sight
Sitting in my study,
Sparky dozing beside me
I read Dr. Jekyl and Mr. Hyde.

I heard the thunder growl and
lightning strike
Then, the lights went out,
the dog barked loud,
the clock chimed twelve midnight.

The wind howling like raging wolves
The leaves rustling like crackling
goose
I saw the moon,
pale and light,
as the ghost of faceless night.

As the rain began to pour
I became seriously bored.
The knock at my front door,
the creaking in the floor below,
Surely got my attention once more.

I peaked out my window to my
disbelief,
I saw a shadow staring straight at
me.
I began to shiver down my spine,
O! how thrilling it is tonight.

I creped down the rusty, winding
stairs,
A candle lit, my bones shaking with
fear.
Can this be happening?
Can this be real?
Is this night's end anywhere near?

I felt a hand on my hair,
I stood frozen like a scared deer.
I could not speak,
I could not scream.
I knew my end was very near.

Once the shock wore off my fright
I went straight for the faceless
shadow with all my might
I kicked, I screamed, I fought like
Hercules in disguise
As I woke up from my dream-filled
summer night.
Do you believe me or do you think I
lie?

By Reshma Gupta

Mother as I see

Mother is understanding.
She is tolerant, thoughtful, and accepting.
Mother is caring.
She is sincere, cheerful, and encouraging.
Mother is loving.
She is compassionate, sympathetic and a darling.
Mother is patient.
She is calm, poised, and persevering.
Mother is knowledgeable,
She is our true friend in need,
She is the only one who loves us always
UNCONDITIONALLY!

By Reshma Gupta

Nature

By Sampriti De

The sun is yellow, the sky is blue,
I can smell the flowers, you can too.

Mars, Neptune, and planet Earth,
can you guess how much they are worth?

There is nature all around --
mountains, seas, and trees on the ground.

Birds, animals, fish, and grass,
they are all made with matter and mass.

Wood is made by the beautiful trees,
honey is made by the hardworking bees.

Try to recycle bottlecaps and paper,
(if you do) you will make the environment safer.

Surojitda

Amitava Sen

Who were the most influential people in your life? You are asked that question innumerable times, by friends, at interviews for jobs, when applying to colleges – and the usual answer that pops in one's mind is your immediate family, your father or mother.

Then one afternoon, sitting alone in the company of your childhood memories, stirred up by some recent event, a photo — or a statue, as in this case — you think, and you go back, way back...

Pushpakaku's portrait of my sister Julu

Surojitda's Dinosaur at Hyderabad Zoo

I was perhaps seven or eight at that time. I remember frequently visiting those unkempt quarters at the foothills of the Banjara hills at Hyderabad and looking at all those busts and statues taking form from clay and pieces of wood. Surojitda was at work. He had our home as a permanent exhibition of his latest works - sometimes he would bring a bust of my eldest sister or my younger brother — he was very fond of my brother who was barely a year old and used to balance him on the palm of his hand... after all Surojitda was also Mr. Hercules once upon a time, before becoming a dedicated sculptor! With his guidance, we made papier-mâché masks for our Puja plays, and saw him bring into life, in our backyard, entire stage settings for productions like Tagore's "Raktakarabi." He lived in those quarters near the Banjara hills with another artist friend of our family, a painter, and both of them spent almost all evenings at our home, especially during those months of rehearsals and adda's leading up to the Durga Puja. Along with Surojitda, Pushpakaku the painter and Ramenda the violinist who became my brother-in-law (and on whose violin I still perform) were perhaps the most influential personalities in my childhood — kindling in me and in my brother and sisters the love of art and music, of theater and performance, long before we formally started studying music or I spent those hours looking at Rodin's exhibitions at the National Gallery of Art at Washington DC; and long before those morning hikes to the countryside to see the sunrise with close friends at the Indian Institute of Science at Bangalore, Surojitda, like one of the three muses had permeated my soul with the sunrise at Banjara, and sculpted my being just as he formed those busts out of clay. Thank you, Surojitda!

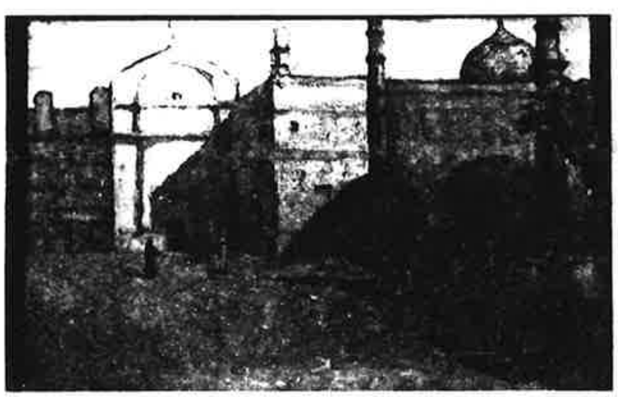

Ramenda is a painter as well as violinist

By **Marjorie Sen**

This is a drawing of a small statue presented to us by **Surojit Das**, a sculptor who studied with Chintamoni Kar at Santiniketan, and a friend of my grandfather and our family. A larger version of this statue was commissioned by UNICEF (or UNESCO?). The artist was inspired by seeing a starving refugee boy at a railway station. You can also see his bust of Jawaharlal Nehru at Park Street and Chowringhee Junction in Calcutta, and life-size dinosaurs at the Hyderabad zoo!

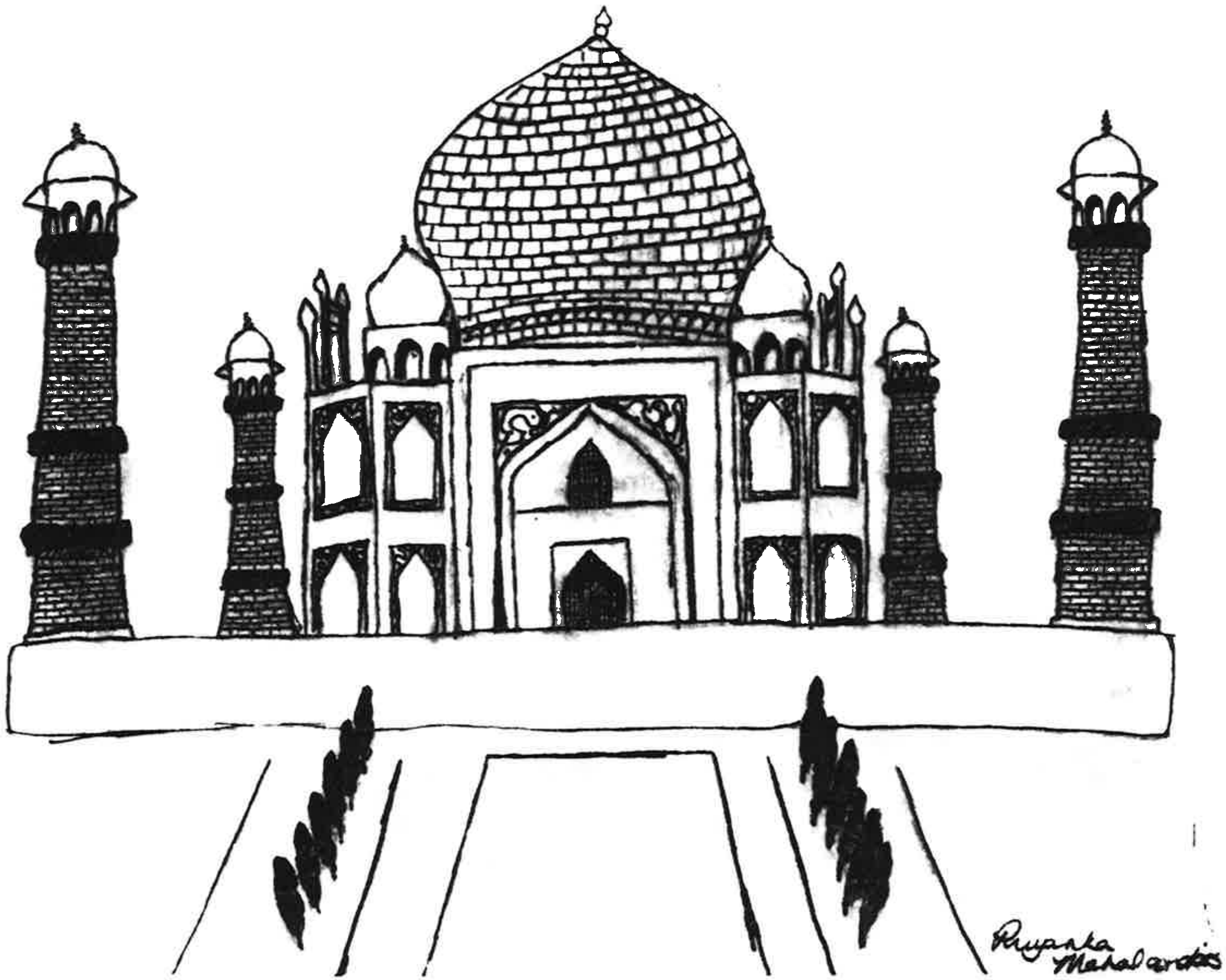

PUJARI, ATLANTA
Member Directory, 2000

Agarwal, Vandana & Alok
1680 B Cripple Creek Drive
Birmingham, AL 35209
(205) 942-5484

Akmal, Nila & Musharatul Huq
4300 Steeple Chase Drive
Powder Spring, Ga 30073
(770) 439-7308

Bandyopadhyay, Anima & Narayan
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, Sc 29841
(803) 278-2707

Bandyopadhyay, Chhanda & Ranjit
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, Ga 30907
(706) 868-7627

Bandyopadhyay, Suchira & Swapan
461 Creek Ridge
Martinez, GA 30907
(706) 868-8300

Banerjee, Nilanjana & Subir
4533 Sherry Lane
Hixson, Tn 37343
(615) 870-2373

Banerjee, Nibedita & Sukumar
723 Jones Creek
Evans, GA 30809
(706) 855-7268

Banerjee, Jharna
3665 Bay Point Court
Martinez, GA 30907

Banerjee, Sraboni & Snehamay
530 Dorchester Crossing
Duluth, GA 30155
(770) 476-2035

Banerjee, Nibedita
2515 Thorngate Road
Acworth, GA 30101

Banik, Meena & Naren
2337 Stevenson Drive
Charleston, SC 29414
(803) 571-6010

Banik, Gauranga
2575 Delk Road #1530A
Marietta, GA 30067
Gbanik@Spsu Edu

Basu, Mamata & Asok Kumar
494 Rue Montaigne
Stone Mountain, GA 30083
(404) 292-8323
abasu@Lanprotech Com

Basu, Choitali & Robi
208 Hill Top Drive
Peachtree City, GA 30269
(770) 487-4922

Basu, Kakoli
1006 Bonair Drive
Augusta, GA 30907
(706) 855-6472

Basu, Suparna & Saibal
1502 Ninth Avenue South
Birmingham, AL 35205-3502
(205) 975-3897

Basu, Prasun
3900 Woodchase Lane, Apt. I
Marietta, GA 30067
(770) 612-8615

Basu, Madhumita & Asis K.
1620 Rosewood Drive
Griffin, GA 30223

Bhaduri, Rajdeep
201 Miracle Drive, Apt #16G
Anderson, SC 27621

Bhargave, Jagan
8232 Carlton Road
Riverdale, Ga 30296
(404) 471-4418

Bhargave, Pramodini
643 Wellington Way
Jonesboro, GA 30236

Bhattacharya, Purabi & Arun
1014 Eagle Crest
Macon, GA 31211

Bhattacharya, Nilabhra
210 Rogers Road Q-309
Athens, GA 30605

Bhattacharya, Sudip
3453 I N. Druid Hills Road
Decatur, GA 30082
Sudip@Mindspring.Com

Bhattacharyya, Sudhamoy
4616 Mulberry Creek Drive
Evans, GA 30809

Bhattacharyya, Sujata & Rash
260 Danview Road
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-8846

Bhattacharyya, Munna & Swapan
6480 Calamar Drive
Cummings, GA 30040

Bhattacharyya, Sumitra
1816 Timothy Drive
Atlanta, GA 30329

Bhaumik, Mahasweta
4351 Revere Circle
Marietta, GA 30062

Bhaumik, Dharmajyoti
185 Pine Club Lane
Alpharetta, GA 30202

Bhaumik, Dulal K.
1221 Cypress Court
Mobile, AL 36695
Dbhaumik@Jaguar1.Usouthal.Edu

Bhaumik, Ashim
2101-I, Powers Ferry Road
Marietta, GA 30067
Bhaumik@Mindspring.Com

Biswas, Saswati & Indranil
2497 Briarcliff Road
Atlanta, GA 30329
(404) 982-8560

Bose, Nandita & Anil K.
315 Kingsway
Clemson, SC 29631
(803) 654-4898

Bose, Shibani & Dulal
1415 Innnisbrook Drive
Hixson, TN 37343
(423) 843-2263

Bose, Malabika & Sujit
1245 Hillcrest Heights
Alpharetta, GA 30005

Burgess, Somali & Scott
387 Richard Way
Athens, GA 30605
(706) 543-7282

Bhattacharya, Sujan
3406 Hunter Ridge Lane
Norcross, GA 30092
(770) 613-0826
Sujanbhat@Hotmail.Com

Bhattacharya, Madhumita & Sujan
3406 Hunter Ridge Lane
Norcross, GA 30092
(770) 613-0826

Bose, Malabika & Sujit
1345 Hillcrest Heights
Alpharetta, GA 30329

Chakrabarti, Mr.& Mrs. Chayan
2350 Cobb Parkway #1-K
Smyrna, GA 30080

Chakrabarti, Manas
6917 Roswell Road, Apt. A
Atlanta, GA 30328
Manasc@Niit.Com

Chakraborty, Sivani, Chitra & Ranes
5049 Cherokee Hills Drive
Salem, VA 24153
(703) 380 2362

Chakraborty, Ajay
10-K, Sails Wya Road
Greensboro, NC 27406
Ajay@Businessweekmail.Com

Chakravorty, Rita & Satya
6025 Twinpoint Way
Woodstock, GA 30189
(770) 592-0563

Chakravorty, Sriparna & Barid
164 Rivoli Landing
Macon, GA 31210
(912) 474-5390

Chakravorty, Sangeeta
4016 Oak Park Circle
Atlanta, GA 30324
Sanchakra@Hotmail.Com

Chakraborty, Manoj
1451 East Raintree Way
Roswell, GA 30076
Chakra5@Hotmail.Com

Chatterjee, Nupur & Prabir
7092 South Wind Ct.
Columbus, GA 31909
(704) 321-9200

Chatterjee, Madhumita & Samir
2702 Manor Glenn Lane
Suwanee, GA 30024
(770) 932-0933
Schatter@Gsu Edu

Chatterjee, Sharmila & Abhijit
2267 Orleans Avenue
Marietta, GA 30062
(770) 977-0124

Chatterjee, Swadhinata
8209 Helena Drive
Orlando, FL 32817

Chattopadhyay Rita & Debashis
112 Skilodge Drive, Apt. #236
Birmingham, AL 35209
(205) 945-4898

Chattopadhyay, Chaitali & Sajal
5500 Grove Place Crossing
Lilburn, GA 30247
(770) 564-3843

Chkraberti, Parnika & Anil
1620 Brook Manor Drive
Hixson, TN 37343
(423) 842-6922

Chowdhuri, Kanika & Dilip
9404 Ashford Place
Brentwood, TN 37027
(615) 370-3575

Chowdhury, Swati & Indranil
602 Lakeside Way
Newnan, GA 30265

Contractor, Nirumati & Jitendra
1757 Grandeus Lane
Stone Mountain, GA 30087

Dalapati, Kumkum & Debasish
3040 Roxburgh Drive
Roswell, GA 30076
Debdalpat@Yahoo.Com

Danave, Indrani & Raj
531 Highland Park Trail
Dunwoody, GA 30350
Idanave@Yahoo.Com

Das, Kalpana & Bijan Prasun
1364 Chalmette Dr.
Atlanta, GA 30306
(404) 874-7880
Bpdas@Flash.Net

Das, Ashima & Nirmal
5110 Main Stream Circle
Norcross, GA 30092
(770) 446-5691

Das, Shyamoli & Priya Kumar
4515 Holliston Road
Doraville, GA 30360
(770) 451-8587
Priyadas@Msn.Com

Das, Sutapa & Soumya Kanti
1476 Country Squire Court
Decatur, GA 30033
(770) 496-1676

Das, Anjana & Ashit
789 N. Main Street
Alpharetta, GA 30201
(404) 667-3574

Das, Lekha & Ajit
1382 Chapel Hill Court
Marietta, GA 30060

Das, Bithika & Amaresh
132-1 Ashley Circle
Athens, GA 30605
(706) 613-5865

Das, Raja
1506 Vinings Trail
Smyrna, GA 30080
(770) 433-9477

Dasgupta, Tonmoy
1242 Ski Lodge III
Birmingham, AL 35209

Datta, Soma & Sanjib
2164 Sugar Springs Drive
Lawrenceville, GA 30043
(678) 442-7949
? Sdatta@Mindspring.Com

Datta, Baishali & Gourishankar
159 Whippor Will Circle
Athens, GA 30605

Datta, Susmita & Somnath
1060 White Hawk Trail
Lawrenceville, GA 30043
(770) 513-9506
Sdatta@Cs.Gsu.Edu

Datta, Antara & Samir
165 Kimball Bridge Cove
Alpharetta, GA 30022
Samsinha@Aol.Com

Datta, Anindya
Georgia Tech, Dupree Coll. Of Mgmnt.
Atlanta, GA 30332-0520
Adatta@Cc.Gatech.Edu

Datta, Mallika & Arun
4217 Dunwoody Road
Martinez, GA 30907

Datta Gupta, Indrani & Ranjan
215 Weatherwood Circle
Alpharetta, GA 30004
(770) 475-4525

Datta-Roy, Manosij
1322 Briarwood Road #C-19
Atlanta, GA 30319
(404) 233-3946

De, Mr. & Mrs. Anindya
1728 Dyson Drive
Atlanta, GA 30307

De, Prabha & Santosh
2624 Frontier Trail
Atlanta, GA 30341

Debnath, Pronati & Sudhir
2794 Pontiac Circle
Doraville, GA 30360
(404) 986-9190

Debsikdar, Jagadish C.
10620 Victory Gate Drive
Alpharetta, GA 30022

Desai, Vibha & Prateen
822 Wesley Drive NW
Atlanta, GA 30305
(404) 351-7882

Dewanjee, Indrani & Pijush
110 Shaftsbury Road
Clemson, SC 29631
(864) 653-5467

Dey, Ruby & Pijush
6463 Brookmead Circle
Hixson, TN 37343

Dutt, Sharmistha & Swarna
3000 Highway 5, #316
Douglasville, GA 30135
(770) 942-5525

Dutta, Mrs. M. C.
1041 Stage Road
Auburn, Al 36830
(205) 826-3921

Dutta, Mallika & Arun
4217 Dunwoody Road
Martinez, GA 30907
(706) 868-5373

Datta, Swagata & Prasenjit
3450 Evans Road, Apt. #139A
Atlanta, GA 30341
P_Dutta@Hotmail.Com

Dattagupta, Indra & Ranjan
215 Weatherwood Circle
Alpharetta, GA 30004
(770) 475-4525

Eliott, Manomita Ghoshal & Kebin
215 Kirkton Knoll
Alpharetta, GA 30022-7633
(770) 664-9381

Gangopadhyay, Nupur & Archana
1513, 9th Avenue, Apt #12
Birmingham, AL 35205
(205) 933-6431

Gangopadhyay, Sudeep
2327 F Dunwoody Crossing
Atlanta, GA 30338
(770) 234-0131

Ganguly, Indrani & Amitava
511 Cambridge Way
Martinez, GA 30907
(706) 860-5586

Ganguly, Chanakya
3116 Shadowood Parkway
Atlanta, GA 30067
(770) 980-9753

Ganguly, Rakhi & Banerji, Bhashkar
4578-0 Valley Parkway
Smyrna, GA 30082
Rakhi_Ganguly@Yahoo.Com

Ghatak, Kaushik
4583 G. Valley Parkway
Smyrna, GA 30082
Kghatak@Hotmail.Com

Ghorai, Mamata & Sushanta
1430 Meriwether Road
Montgomery, AL 36117
(205) 277-2848
Ghorai@Asu.Alasu.Edu

Ghosal, Mira & Manojit
3907 Camellia Drive
Valdosta, GA 31615
(912) 244-1291

Ghosal, Baneshwar
5856 Lisloy Drive
Mobile, AL 36608

Ghose, Sudipto
2023 Penny Lane
Marietta, GA 30067
Sudipto@Hotmail.Com

Ghosh, Partha
665 Wiltshire Drive
Montgomery, AL 36117

Ghosh, Mr & Mrs. Kanai
83 Murdock Street
Monroeville, AL 36460

Ghosh, Kalpana
1833 Penny Lane
Marietta, GA 30067

Ghosh, Leena & Dipankar
5239 Jameswood Lane
Birmingham, AL 35244

Ghosh, Mita & Sarba Bijoy
2695 Almont Way
Roswell, GA 30076
(770) 552-2841

Ghosh, Jaba & Bob
2051 Sugar Valley Lane
Lawrenceville, GA 30043
(770) 814-0065
Bobghosh@Infoq.Com

Ghosh, Amrit Raj
718 Jefferson Drive
Atlanta, GA 30350
(770) 522-9330

Ghosh, Partha
665 Wiltshire Drive
Montgomery, AL 36117

Ghosh, Dola & Prasenjit
1414 Windy Ridge Lane
Atlanta, GA 30339

Ghosh, Aloke
3432 Piedmont Road
Atlanta, GA 30322
Aloke_Ghosh@Bus.Emory.Edu

Ghosh, Sugata
500 W. Stevens Street, Apt. A1
Cookeville, TN 38501
Sugata@Hotmail.Com

Gupta, Shanta & Kiriti
946 Bingham Lane
Stone Mountain, GA 30083
(404) 296-7244
Kiriti10@Hotmail.Com

Gupta, Bula & Mukut
107 Battery Way
Peachtree City, GA 30269
(770) 487-9877
? Mukut@Mindspring.Com

Haldar, Jaya & Ardhendu
916 D. Amberly Drive
Norcross, GA 30093

Halder, Sonjukta
12335 Greenmont Road
Alpharetta, GA 30004
Homchowdhury, Joydip
4571 M. Valley Parkway
Smyrna, GA 30082
(770) 432-6882

Jena, Rajashri & Asit
690 Silver Peak Court
Suwanee, GA 30174
(770) 932-5382

Kadaba, Usha & Prasanna V
1071 Parkland Run
Smyrna, GA 30082

Kakati, Nabajyoti
2321 Westminster Lane
Tuscaloosa, AL 35406
Neilkakoti@Aol.Com

Kapahi, Rita & Sunil
5532 Mount Vernon Way
Dunwoody, GA 30338
(404) 394-1851

Karan, Jhunu & Prabhash
33 Basswood Circle
Atlanta, GA 30328
(770) 396-8178

Lahiri, Jayanti & Pranab
1742 Ridgecrest Ct.
Atlanta, GA 30307
(404) 378-0315
Jlahiri@Peachnet.Campuscwix.Net

Lahiri, Ann Barile & Yasho
35 Hardscrabble Road
Briarcliff Mnor, NY 10510
(914) 747-6088

Laskar, Devi, Joy & Renu
95 Seville Chase Road
Atlanta, GA 30328
(770) 394-4280
? Joy.Laskar@Ece.Gatech.Edu

Mahalanabis, Sushmita & Jayanta
1512 Moncrief Circle
Decatur, GA 30033
(770) 908-2188

Majumdar, Diptarka
50 Rocky Creek Road
Greenville, SC 29615

Majumdar, Krishna & Alok
2610 Fanelle Circle
Huntsville, AL 35801
Akm@Hiwaay.Net

Majumdar, Gautam
504 Rosebud Lane
Greer, SC 29650
Gautam.Majumdar@Jacobs.Com

Mazumdar, Ashish
927 Parkway Drive
Leeds, AL 35094
(205) 699-4708

Mazumdar, Pradip K. & Ghosh, Maya
2111 Merlin Drive
Chattanooga, TN 37421
(423) 894-5413

Mishra, Arti & Somnath
7465 Towchester Court
Alexandria, VA 22315
(703) 924-1508

Mitra, A
706 Patrick Road
Auburn, AL 36830
(205) 887-8111

Mitra, Rekha & Samarendra Nath
1366 Emory Road
Atlanta, GA 30306
(404) 378-9850

Mitra, Stephanie & Kiri
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, GA 30350
(404) 396-4922

Mitra, Urmila & Dipankar
3622 Pebble Hill Road
Marietta, GA 30062
(770) 509-9227

Mitra, Urmila & Jagdish
4102 F Dunwoody Park
Dunwoody, GA 30338
(770) 350-6218

Mookherjee, Ira & Harsha N
1505 Bilbrey Park Drive
Cookeville, TN 38501
(615) 526-5936

Mookherji, Siddhartha
2107 A, Powers Ferry Road
Marietta, GA 30067

Mookherji, Sophie & Sid
5004 Bordeau Walk
Smyrna, GA 30082

Mukherjee, Maya & Nandalal
1156 Chateau Terrace
Mcdonough, GA 30253
(678) 432-6332
Mmukherji@Morehouse Edu

Mukherjee, Sreelekha & Partha
2045 Pheasant Creek Dr
Martinez, GA 30907
(706) 860-1332

Mukherji, Mr & Mrs Shyamal
524 South Wingfield Road
Greer, SC 29650

Mukherji, Arup & Amit
2095 Drew Valley Road
Atlanta, GA 30319
(404) 636-1894

Mukherji, Supriya & Kaustav
122 Lewis Road
Clemson, SC 29631
Kaustav@Writeme Com

Mukhopadhyay, Debjani & Somnath
3032 East Clairmont Road
Atlanta, GA 30329
(404) 321-7380

Mukhopadhyay, Somnath
3032 E Clairmont Rd N E
Atlanta, GA 30329
Somnath_Mukhopadhyay@Delta-Air Com

Nandi, Sujata & Saikat
319 Granville Court
Atlanta, GA 30328
(770) 804-9114

Nandi, Banhi & Kallol
1795 Whitehall Court
Marietta, GA 30066
(678) 560-6785
Knandi@Manhattanassociates Com

Nandi, Sudeshna & Prabir
2167 Lake Park Drive, Apt H
Smyrna, GA 30080

Padhye, Sudha & Arvind
2956 Wind Field Circle
Tucker, GA 30084
(404) 939-1478

Parai, Anindita
513 Ashford Parkway
Atlanta, GA 30338
? Aparai@Mindspring Com

Pathak, Suparna & Bimal
585 Fosters Mill Lane
Suwanee, GA 30024

Pati, Rimi & Asim R
321 Oakcrest Road
Spartanburg, SC 29301
(864) 576-9452

Paul, Pran
317 Burlington Court
Evans, GA 30809
(706) 860-3121

Paul, Arnab
1407 Club Place
Duluth, GA 30096

Paulchoudhury, Mamata & Mridul
4910 Tidewater Wya
Alpharetta, GA 30005
(678) 624-0316
Mkpaul@Aol Com

Podder, Smriti & Uttam
412 Ridgeland Drive
Saudersville, GA 31082

Rao, Giriraj
105 Nile Drive
Alpharetta, GA 30201
(404) 993-5263

Ray, Krishna & Dilip
3404 Lochridge Dr
Birmingham, AL 35216
(205) 979-5968
Dilipk Ray@Southernco Com

Ray, Krishna & Apurba
1276 Vista Valley Drive Ne
Atlanta, GA 30329
(404) 325-4473

Ray, Eva & Subroto
5426 Poplar Spring Drive
Charlotte, NC 28269
(704) 597-5519

Ray, Sibabrata
3201 Hargrove E, #1006
Tuscaloosa, AL 35405
Sibu@Cs Ua Edu

Ray, Mona & Saranya
350 Crafton Court
Lawrenceville, GA 30043
Saranray@Aol Com

Ray, Sumit
P-34, 250 Crossbow Drive
Columbia, SC 29212
Pianosammy@Aol Com

Roy, Bharati & Baidya N
710 Whittington's Ridge
Evans, GA 30809
(706) 868-8233

Roy, Sharmila & Subhojit
3500 Westcote Court
Marietta, GA 30066

Roy, Saban
102 G. Essex Avenue
Atlanta, GA 30339
Sroy@Iname Com

Ray, Saranya
350 Crafton Court
Lawrenceville, GA 30093

Roy, Prabal
6785 Roswell Road
Atlanta, GA 30328
(770) 441-0757

Saha, Reema & Sushanta
220 Ashley Oak Court
Alpharetta, GA 30022

Saha, Rama & Anuj
610 Spring Creek Lane
Martinez, GA 30907

Saha, Arunava
2383 Akers Mill Road
Atlanta, GA 30339

Saha, Jit
2424 F Dunwoody Xing
Atlanta, GA 30338
Jitster@Hotmail.Com

Samaddar, Geeta & Sujit
186 Stone Mill Drive
Martinez, GA 30907
(706) 860-5808

Samanta, Swadesh R.
2461 Highway 297 A
Cantonment, FL 32533
Chiquitab@Msn.Com

Sarkar, Moitri & Ashoke
104 Noble Forest Drive
Norcross, GA 30092

Sarkar, Ashish
313 Ashville Court
Macon, GA 31210
(912) 475-0392

Sarkar, Krishna & Sanjay
336 Shiloh Lane
Tuscaloosa, AL 35406
(205) 345-9690

Sen, Suzanne & Amitava
340 Riversong Way
Alpharetta, GA 30022
(770) 640-6774
Amitavasen@Iname.Com

Sen, Abhimanyu
5102 Charleston Place
Dunwoody, GA 30338
(678) 530-9273

Sen, Subir
506 Ivy Chase Lane
Nrcross, GA 30092
Subirsen@Worldnet.Att.Net

Sengupta, Krishna & Suhas
1692 Moncriet Cir
Decatur, GA 30033
(770) 934-3229

Sengupta, Mridul
3724 Ashford Dunwoody Road, Apt # H
Atlanta, GA 30319

Sengupta, Inu & Stephen
2045 Britley Park Crossing
Woodstock, GA 30189

Sengupta, Arati & Asit
3840 Cedarcliff Road
Smyrna, GA 30080

Sengupta, Nina & Abhijit
304 Newpark Place
Coumbia, SC 29212
Sengupta@Cs.Sc.Edu

Sharma, Kailash
1329 Chesapeak Avenue
Lilburn, GA 30247

Sinha, Samir M.
1550 Terrel Mill Road #4-S
Marietta, GA 30067

Sinha, Uday
145 Camp Drive
Carrolton, GA 30117

Sengupta, Saibal & Dipannita
350 Crestworth Crossing
Powder Springs, GA 30127

Virdi, Paramjit Singh
1432 East Bank Drive
Marietta, GA 30068

Vitha Jewellers,
1594 Woodcliff Drive, Suite B
Atlanta, GA 30329

Watt, P. Lali & Ian
811 Chilton Lane
Wilmette, IL 60091

Prasun

678 377 5264